দাওয়াত ও তাবলীগের গুরুত্ব ও পদ্ধতি

মোঃ আবদুস সালাম

দাওয়াত ও তাবলীগের গুরুত্ব ও পদ্ধতি

মোঃ আবদুস সালাম

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. আবদুল খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৩৮১

১ম প্রকাশ

শাবান	১৪২৭
ভাদ্র	১৪১৩
সেপ্টেম্বর	২০০৬

বিনিময় মূল্য ঃ ২৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

DAWAT O TABLIGER GURUTTO O PODDOTEY by Md. Abdus Salam. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 25.00 Only.

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রাথমিক কথা

অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে মহানবী স. দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করতেন অমুসলিমদের নিকট। অথচ বর্তমানে মুসলমানদের নিকট দাওয়াত ও তাবলীগ করা হয়। এটা রাসূলুল্লাহ স.-এর নিয়মের খেলাফ নয় কি ?

এর জবাবে আমি একথাই বলবো—আমাদের দেশে অধিকাংশই জন্মগত মুসলমান। কিন্তু মুসলমানের বৈশিষ্ট্য কি তা অনেকেই জানেন না। অনেকের ধারণা ইসলাম জন্মের সাথে সম্পর্কিত। আমি মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি কাজেই আমি মুসলমান। আসলে কি তাই ?

ডাক্তারের ঘরে জন্মগ্রহণ করলেই কি ডাক্তার হওয়া যায় ? ইঞ্জিনিয়ারের ঘরে জন্ম নিলেই কি ইঞ্জিনিয়ার হওয়া যায় ? আপনারা অবশ্যই বলবেন, না। বরং তাকে ডাক্তারী অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে হবে। এবং সফলতাও অর্জন করতে হবে।

ঠিক অনুরূপ মুসলমান জন্মগত বা বংশগত বিষয় নয় বরং ইসলাম অধ্যয়ন করতে হবে এবং বাস্তব জীবনে আমল করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। তবেই সে মুসলমান হবে। মুসলমান যদি জন্মগত বিষয় হতো তাহলে একজন অমুসলিমের ঘরে জন্মলাভকারী কখনো মুসলমান হতে পারতো না। কোনো অমুসলিম যদি ইসলাম কবুল করে বাস্তব জীবনে তা আমল করে তাহলে তাকে মুসলমানই বলা হয়।

তদ্রূপ মুসলমান জানা ও মানার সাথে সম্পর্কিত। জন্মগত মুসলমান যদি কুফুরী মতবাদে বিশ্বাসী হয় এবং সেই মোতাবেক কাজ করে তবে তাকে কি মুসলমান বলা যাবে ?

এজন্য একজন ঈমানদারকে পরিপূর্ণ মুসলিম হওয়ার দাওয়াত দান কুরআন দ্বারা সমর্থিত। আল্লাহ বলেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً ص وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ط ـ البقرة : ٢٠٨

www.pathagar.com

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা পুরোপুরিভাবে ইসলামে দাখিল হও, আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২০৮

উপরোক্ত কুরআনের বাণী মোতাবেক একজন ঈমানদারকে পুরোপুরি মুসলিম হওয়ার দাওয়াত দেয়া যাবে। আমাদের সমাজে এমন অনেক লোক রয়েছে যাদের ঈমান আছে তো নামায নেই, নামায আছে তো হালাল রুজি নেই, হালাল রুজি আছে তো পর্দা নেই। এমতাবস্থায় এসব লোকদেরই তো সংশোধন করতে হবে। ইসলামের অংশ বিশেষ মানা কুরআন অনুমোদন করে না।

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ج فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلاَّ خِزْيٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ ط وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○ ـ البقرة : ٨٥

"তোমরা কি কিতাবের কিছু মানবে এবং কিছুকে করবে অমান্য? অথচ তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করবে তারা দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছিত হবে। কিয়ামতে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হবে। তোমরা যাই করো না কেন সে ব্যাপারে আল্লাহ বেখবর নন।"–সূরা আল বাকারা ঃ ৮৫

মহানবী স. নওমুসলিমদের শিক্ষা দেয়ার জন্য মুয়াল্লিম নিযুক্ত করেছেন। যেমন মুসআব ইবনে ওমায়ের। সুতরাং দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য কোনো মুসলমানের নিকট গেলে সে যেন বিরক্ত না হয় বরং সাদরে গ্রহণ করে। দায়ী ও মুবাল্লিগ শুধু মুসলিমদের জন্য নয় বরং অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দিতে হবে।

❐

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ও সার্বজনীন ধর্ম। আদম আ. থেকে যে ইসলামের সূচনা হেরা গুহা থেকে তা পরিপূর্ণভাবে বিচ্ছুরিত হয়েছে সারা বিশ্বে। পৃথিবীর কোণে কোণে পৌঁছেছে তা দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমেই। আজো বিশ্বের শান্তি ও স্বস্তির জন্য প্রয়োজন ইসলামী অনুশাসন ও ইসলামী বিধান অনুসরণ। আর সেটা সম্ভব হতে পারে ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে। এজন্য আল্লাহপাক স্বয়ং রাসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ط وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ـ المائدة : ٦٧

"হে রাসূল ! তোমার রবের নিকট থেকে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তা লোকদের নিকট পৌঁছিয়ে দাও। যদি তুমি তা না কর তবেতো রিসালাতের দায়িত্বই পালন করলে না।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৬৭

দাওয়াত ও তাবলীগের ইতিহাস

মানব সৃষ্টির সূচনা থেকেই দাওয়াত ও তাবলীগের সূচনা। আদম ও হাওয়ার প্রতি আল্লাহ নিজেই দা'য়ীর ভূমিকা পালন করে বলেন ঃ

وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ص وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ـ البقرة : ٣٥

"আমি বললাম—হে আদম ! তুমি এবং তোমার স্ত্রী এই জান্নাতে বসবাস কর। আর তোমরা যেভাবে ইচ্ছা খাও কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না। তাহলে তোমরা যালেমদের মধ্যে গণ্য হবে।"

আদম আ. তাঁর সন্তানদের মাঝে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করেন। কুরআন থেকে জানা যায় হাবিল দাওয়াত কবুল করে আল্লাহর হুকুম মেনেছিল অপর দিকে কাবিল দাওয়াত কবুল করেনি। বরং অবাধ্যদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।–সূরা মায়েদাহ ঃ ২৭

www.pathagar.com

হযরত ইবরাহীম আ. স্বীয় পিতা ও জাতির সামনে দাওয়াত পেশ করেন। কায়েমী শক্তি নমরূদ ও তার পরিষদ বিরোধিতা করে। তাকে আগুনে নিক্ষেপ করে। তিনি ধৈর্য ধরেন এবং বিজয়ী হন। ভাতীজা লূতের মাধ্যমে ট্রান্স জর্দান এবং ইসমাঈল আ.-এর মাধ্যমে মক্কায় ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণ করেন।

হযরত নূহ আ. সাড়ে নয়শত বছর যাবত নিজ জাতির প্রতি দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করেন। তাতে মাত্র ৪০ জন নর-নারী ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে। অবাধ্য জাতি মহাপ্লাবনে ধ্বংস হয়ে যায়।

হযরত মূসা আ. ফেরাউন ও তার জাতির প্রতি প্রেরিত হয়ে দাওয়াত ও তাবলীগের সূচনা করেন। ফেরাউনের প্রচণ্ড বিরোধিতায় তিনি বনী ইসরাঈলকে নিয়ে মিশর থেকে বেরিয়ে পড়েন। ফেরাউন বাহিনী নীল দারিয়ায় ডুবে নিঃশেষ হয়। মূসা আ. তাঁর নিজ কওমের মাঝে ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণ করেন ধারাবাহিকভাবে।

হযরত ঈসা আ. দোলনা থেকে দাওয়াত শুরু করেন। সে দাওয়াতে কিছু লোক সাড়া দিলেও প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হন। এমনকি ক্রুশ বিদ্ধ করে তাকে হত্যার পরিকল্পনা করে কিন্তু আল্লাহ তাকে উঠিয়ে নেন। তিনি আবার শেষ নবীর উম্মত হিসেবে পৃথিবীতে আসবেন।

হযরত মুহাম্মদ স.-এর দাওয়াত ও তাবলীগ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ স. ৪০ বছর বয়সে নবুওয়াত লাভ করেন। নবুওয়াত প্রাপ্তির পর থেকে ইন্তেকাল পর্যন্ত দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব পালন করেন একনিষ্ঠভাবে। নবুওয়াতী জীবনকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। মাক্কী জীবন ও মাদানী জীবন। মাক্কী জীবনে তিনি যে দাওয়াতের সূচনা করেন, মাদানী জীবনে তা পরিপূর্ণতা লাভ করে।

মাক্কী জীবনে দাওয়াত ও তাবলীগ

মহানবী স. হেরা গুহা থেকে বের হয়ে ছুটে গেলেন স্ত্রী খাদীজা রা.-এর কাছে। স্ত্রী সকল বৃত্তান্ত শুনে তাঁকে সত্য নবী বলে গ্রহণ করলেন। আল্লাহ তার মিশন ঘোষণা করলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ۝ قُمْ فَأَنذِرْ ۝ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝

"হে চাদরে আবৃত ব্যক্তি উঠে লোকদের সাবধান কর ! তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর।"–সূরা আল মুদ্দাসসির ঃ ১-৩

www.pathagar.com

মহানবী স. শুরু করলেন আপন মিশন। মক্কায় ১৩ বছরে চারটি স্তরে এ কাজ চললো। যথাক্রমে—

প্রথম স্তর ঃ ব্যক্তিগতভাবে বা গোপনে প্রথম তিন বছর দাওয়াত ও তাবলীগের মিশন অব্যাহত থাকে। এর ফলে—

(ক) বন্ধু আবু বকর, বালক আলী, পালক পুত্র যায়েদ বিন হারেসা সহ অসংখ্য লোক ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। এতে মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে। অনুসন্ধানী লোক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ শুরু করে। ইসলামের আশ্রয় নিয়ে "মুসলিম উম্মাহ" নামে একটি উম্মাহ গড়ে উঠে।

(খ) বিপুল সংখ্যক লোক মূর্খতা, স্বার্থান্ধতা বা বাপ-দাদার রসম রেওয়াজের প্রতি অন্ধ আসক্তির কারণে এ দাওয়াতের বিরোধিতা করতে প্রস্তুত হয়।

(গ) কুরাইশ ও মক্কার প্রতিটি ঘরে ঘরে এ দাওয়াতের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

দ্বিতীয় স্তর ঃ প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত শুরু হয়। এই স্তরে, রাসূল স. আল্লাহর পক্ষ থেকে হুকুম পান ঃ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ -"হে নবী ! আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করুন।"-সূরা আশ শুয়ারা ঃ ২১৪

মহানবী স. এ হুকুম পেয়ে সাফা পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে কুরাইশ ও আপন গোত্রের লোকদের "ইয়া সাবাহা" 'সকাল বেলার বিপদ' বলে ডাকলেন। সকলে সমবেত হলে তিনি বললেন, আমি যদি বলি এই সাফা পাহাড়ের পেছনে একদল শত্রু তোমাদের আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত আছে, তোমরা কি আমার কথায় বিশ্বাস করবে ? সকলে সমস্বরে বললো, আপনি তো আল আমিন, আমরা আপনাকে কখনো মিথ্যা কথা বলতে শুনিনি।

রাসূল স. বললেন, আমি যতটুকু জানি পৃথিবীতে কোনো মানুষ তার জাতির জন্য এর চেয়ে প্রিয় কোনো হাদীয়া নিয়ে আসেনি যা আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি। মহান আল্লাহ তা'আলা উক্ত কল্যাণের প্রতি আহ্বান করার আদেশ করেছেন। ঐ পবিত্র সত্তার কসম! যিনি এক, যার কোনো শরীক ও অংশীদার নেই। নিসন্দেহে আমি সমগ্র বিশ্ববাসীর প্রতি বিশেষ করে তোমাদের প্রতি নবী ও রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি।

এ আহ্বানের জবাবে রাসূলের আপন চাচা একটি পাথর রাসূলের দিকে নিক্ষেপ করে বললো ঃ تَبًّا لَكَ يَا مُحَمَّدُ اَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا -"মুহাম্মদ তুমি ধ্বংস হও, এ জন্যেই কি তুমি আমাদের একত্রিত করেছ ?"

www.pathagar.com

এরপর শুরু হয় বিরোধীদের বিদ্রূপ ও অপপ্রচার। নির্যাতনের ধারাবাহিকতা চলে দুই বছর কাল সময় ধরে। অকথ্য নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে নবুওয়াতের ৫ম বছর রজব মাসে পয়লা কিস্তিতে ১৬জন (৪জন মহিলাসহ) হাবশায় হিজরত করেন। এবং দ্বিতীয় কিস্তিতে ১৫ জন মহিলা ও ৮৮ জন পুরুষ হিজরত করে।

তৃতীয় স্তর (বিরোধিতায় ইসলামের প্রচার ও বিস্তার) ঃ নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ বছর থেকে ১০ম বছর পর্যন্ত সময়ে ইসলাম নামক আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরণ রূপ ধারণ করে। বিরোধীদের অত্যাচার ও নির্যাতনের মাত্রাও বৃদ্ধি পায় চরম আকারে। নবুওয়াতের ৭ম থেকে ৯ম বছর পর্যন্ত পূর্ণ তিন বছর নিজ বংশ বনু হাশিম সহ "শে'বে আবু তালিব" উপত্যকায় কঠোর বন্দী জীবন কাটাতে হয়। বিদেশী বনিক দলকে তাদের নিকট কোনো কিছু বিক্রি করতে নিষেধ করে। বিক্রি করলেও চড়া মূল্য নির্ধারণ করতে বলে।

এর কারণ অনুসন্ধান করতে এসে বিদেশীরা পায় সত্যের সন্ধান। পূর্বের নিয়ম মোতাবেক দূর দূরান্ত থেকে ছুটে আসা বিদেশী হাজীদেরকে মক্কার কুরাইশরা রাসূল সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করতো, পাগল বলে প্রচার করতো, এতে হিতে বিপরীত হয়। উৎসুক বিদেশীরা জানতে চায় কে এই ব্যক্তি ? কী তার মিশন ? তাঁর সংস্পর্শে এসে তারা পায় সত্যের সন্ধান। এভাবে বিরোধিতা হয়ে উঠে দীন প্রচারের অপূর্ব সুযোগ। মক্কা ছেড়ে ছুটে যায় দীনের রশ্মি বিদেশী কাফেলার সাথে দূরে বহুদূরে! প্রকাশ পায় মিথ্যাই পরাভূত।

جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ط اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ـ بنى اسراءيل : ٨١

"সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসৃত, নিশ্চয় ধ্বংস হয়েছে বাতিল।"

চতুর্থ স্তর ঃ বহিরাগতদের মাঝে রাসূলের দাওয়াত ঃ নবুওয়াতের দশম বছর রাসূলের বন্দীদশা শেষ হলো। রাসূলের চাচা আবু তালিব এবং স্ত্রী খাদীজা ইন্তেকাল করেন। রাসূল মক্কা ছেড়ে যায়েদকে সাথে নিয়ে তায়েফ নগরীতে গমন করেন। কিন্তু তায়েফবাসীরা দাওয়াত কবুল না করে রাসূলের সমস্ত শরীর রক্তাক্ত করে। রাসূল বদদোয়া না করে বললেন—"প্রভু ! ওরা তো বুঝেনি ওদের তুমি ক্ষমা করো।"

মক্কায় ফিরে এসে তিনি গোপনে হজ্জে আগত মদীনাবাসী হাজীদের নিকট দাওয়াত পেশ করেন। তারা দাওয়াত কবুল করে। প্রথম বছর ৬জন

www.pathagar.com

দ্বিতীয় বছর ১২ জন এবং তৃতীয় বছরে ৭৫ জন রাসূলের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে। তারা রাসূল স.-কে মদীনায় তাশরীফ নেয়ার আবেদন জানান। তিনি তা কবুল করেন। অবশ্য তার পূর্বে মুসআব ইবনে উমাইরকে মদীনার দা'য়ী ও মুবাল্লিগ হিসেবে প্রেরণ করেন।

এই শেষ তিন বছর মক্কাবাসীদের বিরোধিতা, নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতা মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। তারা সকলে মিলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, তারা এক যোগে তরবারির আঘাতে তাঁকে হত্যা করবে। বাড়িও ঘেরাও করে। আল্লাহর হুকুমে তাদের চোখ এড়িয়ে তিনি মদীনায় হিজরত করেন।

নবী বিরোধিতার ফল ঃ

১. বিদ্রূপবাণের সম্মুখীন হয়ে রাসূল স. চরম ধৈর্যের সাথে দাওয়াত অব্যাহত রাখেন। এর ফলে দিন দিন মুমিনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

২. মিথ্যা প্রচারের জবাবে রাসূল স. যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করেন। ফলে মানুষের দীলের বন্ধ তালা খুলে যায়, মুমিনের সংখ্যা বাড়তে থাকে।

৩. শারীরিক ও আর্থিক নির্যাতনের জবাবে মহানবী স. সাহাবীদেরকে ইসলামের আদর্শ মযবুতভাবে আঁকড়ে ধরতে বলেন, নিজেও তা আমল করে দেখান। ফলে দুর্বল লোক ছাটাই এবং সাহসী লোক বাছাই হয়। "মুসলিম উম্মাহ" নামে এক শীসাঢালা প্রাচীর নিয়ে তিনি মদীনায় হাজির হন।

মাদানী জীবনে দাওয়াত ও তাবলীগ

মুসআব ইবনে উমাইর মদীনায় এসে যে দাওয়াতী পরিবেশ তৈরী করেছিলেন মহানবীর আগমনে তা ষোলকলায় পূর্ণ হয়। মদীনায় মহানবী দুভাবে ইসলাম সম্প্রসারণ করেন। ১. প্রত্যক্ষভাবে ২. পরোক্ষভাবে।

প্রত্যক্ষভাবে দাওয়াত ও তাবলীগ ঃ এখন মদীনা ইসলামের কেন্দ্র বিন্দু। "আসহাবুস সুফফাহ" ও সকল সাহাবী সেই কেন্দ্র বিন্দুর সদস্য। দলপতি মুহাম্মদ স.। ইসলাম প্রচার ও প্রসারে মুবাল্লিগদের প্রেরণ তাঁর নিয়মিত কাজ। গোত্রের দাবী অথবা নিজ তাগীদেই তিনি মুবাল্লিগ পাঠান বিভিন্ন এলাকায়।

হিজরী তৃতীয় সন। আযল ও কারা গোত্রের আবেদন—আমাদের নিকট প্রতিনিধি পাঠান। মহানবী স. আসেম বিন সাবিত রা.-এর নেতৃত্বে ১০জন মুবাল্লিগ পাঠালেন। কিন্তু তারা বিশ্বাসঘাতকতা করলো ৮ জনকে হত্যা

www.pathagar.com

করে। যায়েদ ইবনে দাসানা ও খোবায়েব রা.-কে মক্কার কুরাইশদের নিকট বিক্রি করে দেয়। কুরাইশরা তাদের শহীদ করে ফেলে।

চতুর্থ হিজরীর প্রথম দিকে নজদের বনু আমের গোত্রের সরদার আবু বারার দাবী অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ স.৭০ জন বিশিষ্ট সাহাবী প্রেরণ করেন। কিন্তু তারাও বিশ্বাসঘাতকতা করে। "বীরে মাউনা" নামক স্থানে একজন ছাড়া সকলকে শহীদ করে।–বুখারী

মুয়ায ইবনে জাবাল রা.-কে ইয়েমেনের গভর্নর এবং দা'য়ী হিসেবে প্রেরণ করেন। কিভাবে দাওয়াত দিতে হবে তাও তাকে বলে দেন।

বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রধানের নিকট সরাসরি ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত চিঠি ছিল মহানবী স.-এর সুদূর প্রসারী পরিকল্পনার অংশ। এছাড়া মক্কা বিজয়ের পর তিনি আরবের আনাচে-কানাচে ইসলামের বাণী গণমানুষের সামনে তুলে ধরার জন্য অসংখ্য প্রচারক দল প্রেরণ করেন।

–মহানবীর সীরাতকোষ ৮৭ পৃ

পরোক্ষভাবে দাওয়াত ও তাবলীগ ঃ হিজরতের পর মদীনার নেতৃত্ব মহানবীর হাতে। ক্ষুদ্র এ রাষ্ট্রের অধিপতি ছিলেন তিনি। 'মদীনা সনদ' ছিল প্রথম লিখিত সংবিধান। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরোক্ষভাবে দাওয়াত সম্প্রসারণের পথ তৈরী করে। বদর যুদ্ধ ছিল দাওয়াতের বীজ বপন। হুদায়বিয়ার সন্ধি হলো মহীরুহ এবং মক্কা বিজয় হলো–ফলদান। আল্লাহ বলেন ঃ

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۝

"যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে তখন আপনি দেখবেন দলে দলে লোক ইসলামে দাখিল হচ্ছে।"–সূরা নসর ঃ ১-২

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছাড়া দাওয়াত ও তাবলীগের চূড়ান্ত সফলতা অর্জিত হয় না। মহানবী স. রাষ্ট্রের বিভিন্ন দায়িত্বে যাদের নিযুক্ত করেছিলেন, তারা একাধারে শাসক ও মুবাল্লিগ ছিলেন। নিম্নে প্রদেশ অনুযায়ী নামীয় তালিকা দেয়া হলো ঃ

ক্রমিক	প্রদেশের নাম	প্রাদেশিক ওয়ালীদের নাম
১.	মদীনা	হযরত মুহাম্মদ স. স্বয়ং
২.	মক্কা	হযরত ইত্তাব ইবনে উসাইদ রা.

www.pathagar.com

৩.	নাজরান	(১) আমর ইবনে হাযম (২) হযরত আলী (৩) আবু সুফিয়ান।
৪.	ইয়েমেন	হযরত বায়ান ইবনে সামান রা.
৫.	হাজরা মাউত	হযরত যিয়াদ ইবনে লবীদুল রা.
৬.	আম্মান	হযরত আমর ইবনুল আস রা.
৭.	বাহরাইন	হযরত আলী ইবনে হাযরাম রা.
৮.	তাইমা	হযরত ইয়াজিদ ইবনে আবু সুফিয়ান
৯.	জুন্দে আল জাদান	হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রা.

তথ্যসূত্র ঃ মহানবীর সীরাতকোষ

খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে দাওয়াত ও তাবলীগ

মহানবী স.-এর ইন্তেকালের পর যে চারজন সাহাবী রাষ্ট্র পরিচালনা করেছিলেন তাদেরকে খোলাফায়ে রাশেদীন বলে। তাদের আমলে ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তার ঘটে ব্যাপকভাবে। রাসূল স.-এর সময় যে গাছ রোপিত হয় চার খলিফার সময় সেই গাছ ফুলে ফলে সুশোভিত হয়। তৎকালীন দুই পরাশক্তি রোম সাম্রাজ্য ও পারস্য সাম্রাজ্য এ সময় মুসলমানদের করতলগত হয়। প্রভাতের শুভ্রতা নিয়ে ইসলাম এসব দেশে ছড়িয়ে পড়ে। আর এর পৃষ্ঠপোষকতা করেন, স্বয়ং খলীফাগণ।

সৈন্য প্রেরণ ও ইসলামের দাওয়াত ঃ খলিফাগণ যেখানেই সৈন্য পাঠাতেন তাদের পক্ষ থেকে প্রতিপক্ষের জন্য নির্দেশ ছিল তিনটি ঃ

১. ইসলাম কবুল কর, অথবা
২. জিযিয়া দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের নিরাপত্তা গ্রহণ কর। অথবা
৩. যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।

মুসলিমা আশজায়ীকে কুর্দীদের নিকট প্রেরণ করার সময় হযরত ওমর রা. তাকে হুকুম করলেন ঃ "আল্লাহর নাম নিয়ে অগ্রসর হও এবং আল্লাহর পথে আল্লাহদ্রোহী লোকদের সাথে পূর্ণ শক্তিতে লড়াই কর। মুশরিকদের সম্মুখ সমরে উপস্থিত হলে তিনটি প্রস্তাব পেশ করবে।

১. তারা ইসলাম কবুল করলে এবং অস্ত্র সংবরণ করে নিজেদের ঘরে বসে থাকতে প্রস্তুত হলে তাদের ধন-সম্পদের যাকাত আদায় করো। তারা তোমাদের সাথে মিলিত হয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রস্তুত হলে তাদের ও তোমাদের অধিকার এবং মর্যাদা সমান হবে।

www.pathagar.com

২. কিন্তু তারা যদি ইসলাম কবুল করতে অস্বীকার করে তবে তাদের নিকট আনুগত্য ও খারাজ দানের দাবী জানাও। কিন্তু তাদের শক্তি সমর্থের অধিক কোনো বোঝা তাদের ওপর চাপিয়ে দিও না।

৩. খারাজ দিতে প্রস্তুত না হলে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর। আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করবেন।

গ্রন্থাকারে পবিত্র কুরআনের প্রচার ঃ খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় সবচেয়ে বড় যে কাজ তাহলো পবিত্র কুরআন গ্রন্থবদ্ধকরণ ও মানুষের কাছে পৌছান। হযরত আবু বকর রা.-এর সময় ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক হাফেজে কুরআন শহীদ হন। ফলে কুরআন গ্রন্থবদ্ধ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। হযরত ওমর রা. তা চূড়ান্ত করেন। হযরত ওসমান রা. তার কপি করে বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরণ করেন। এ ছাড়া অন্য সকল কপি নিষিদ্ধ করা হয়। এমনিভাবে কুরআনের আলো ছড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন খোলাফায়ে রাশেদা।

সিপাহসালার নিযুক্তি ঃ কাজী আবু ইউসুফ বলেন, যখনই ওমর রা. সেনা সংগ্রহ করতেন তখন সিপাহসালার নিযুক্ত করতেন এমন এক ব্যক্তিকে যিনি কুরআন ও শরীয়তী আইনে পারদর্শী। যাতে নিজে নিজের সঙ্গী এবং বিজয়ী স্থানে ইসলাম প্রচার করতে পারে।

মুবাল্লিগ নিযুক্তি ঃ প্রত্যেক খলীফাই ইসলাম প্রচারে বিভিন্ন প্রদেশে প্রচারক নিযুক্ত করেছেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ রা. বলেন. ফারুক-ই-আযম আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে কুফায়, মাকাল বিন ইয়াসার সহ দুজনকে বসরায় এবং ইবাদা ও আবুদ দারদা রা.-কে সিরিয়ায় প্রেরণ করেন। এ ছাড়া আমীরে মুয়াবিয়াকে নির্দেশ দেন যে, উপরোক্ত সাহাবাগণ ছাড়া অন্য কেউ যেন হাদীস বর্ণনা না করে। (হযরত ওমর পৃ. ১২৫)

উমাইয়া, আব্বাসীয় ও ফাতেমীয় সময়ে দাওয়াত ও তাবলীগ

এ সময় খোলাফায়ে রাশেদার মত পৃষ্ঠপোষকতা না পেলেও যেটুকু হয়েছে তাও অনেক। তারিক বিন যিয়াদের মাধ্যমে স্পেনে, মুহাম্মাদ বিন কাশিমের মাধ্যমে ভারতবর্ষে, মূসা বিন নুসাইয়ের মাধ্যমে আফ্রিকায় ইসলাম বিস্তার লাভের সুযোগ পায়।

তাছাড়া রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া যাদের মাধ্যমে ইসলামের বিস্তার লাভ হয় তারা হলেন—ইমাম আবু হানিফা, আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম

www.pathagar.com

শাফেয়ী, ইমাম মালেক, সুফিয়ান সাওরী, ইমাম গাজালী, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম প্রমুখ এবং তাদের সাগরিদগণ।

এ সময় ইসলামের জ্ঞান প্রসার ও প্রচারের কেন্দ্র বিন্দু ছিল স্পেনের কর্ডোভা।

বাংলাদেশে ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগ

বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। এদেশে ইসলামের প্রচার প্রসার দু'ভাবে ঃ ১. শাসক শ্রেণীর মাধ্যমে, ২. আল্লাহর ওলীদের মাধ্যমে।

১১৯৯ সালে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খলজীর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামের পত্তন হয়। তিনি রাজা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে ইসলামের পতাকা এদেশে উড্ডীন করেন।

আল্লাহর ওলীদের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটে বাংলার আনাচে কানাচে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য আল্লাহর প্রিয় বান্দারা হলেন— শাহ জালাল, শাহপরান, শাহ মাখদুম, শাহ আলী, ইবরাহীম বলখী, খানজাহান আলী প্রমুখ। তাঁরা সাধারণ মানুষের নিকট ইসলামের মহান রূপ বাস্তব জীবনে তুলে ধরেন। ফলে এ দেশের সাধারণ মানুষ পঙ্গপালের ন্যায় ইসলামে দাখিল হয়।

বর্তমান বাংলাদেশে ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের অবস্থা

বর্তমান বাংলাদেশে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ অব্যাহত রয়েছে। খানকার মাধ্যমে হাক্কানী পীর সাহেবগণ, মাদ্রাসার মাধ্যমে শিক্ষকগণ, ইসলামী দলগুলোর মাধ্যমে ইসলামী চিন্তাবিদগণ। মসজিদ ও মক্তবের মাধ্যমে ইমাম সাহেবগণ, ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে বক্তাগণ ইসলামের প্রচার ও প্রসার জারী রেখেছেন।

তাছাড়া ইসলাম প্রচার সমিতি, ইসলামিক মিশন, তাবলীগ জামাত নামে সরাসরি দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ অব্যাহত রয়েছে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামিক ফাউণ্ডেশন এ কাজে সহযোগিতা করছে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান আধুনিক প্রকাশনী, ইসলামিক সেন্টার বাংলাদেশ ও বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা বই এবং পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ আঞ্জাম দিচ্ছে।

❐

www.pathagar.com

দাওয়াত ও তাবলীগের গুরুত্ব

দাওয়াত মানে আহ্বান, তাবলীগ মানে প্রচার। প্রচারেই প্রসার। আহ্বানেই সাড়া দেয়া। দাওয়াত সর্বোত্তম কাজ। আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ○ - حم السجدة : ٣٣

"তার কথার চেয়ে কার কথা উত্তম যে আল্লাহর দিকে ডাকে, নিজে সৎকর্ম করে এবং ঘোষাণা করে আমি মুসলিমের অন্তর্ভুক্ত।"

অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِىْ اَدْعُوْا اِلَى اللّٰهِ - يوسف : ١٠٨

"হে নবী আপনি বলুন ! এটাই আমার একমাত্র পথ, যে পথে আমি আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাই।"–সূরা ইউসুফ ঃ ১০৮

তাবলীগ করা রাসূলের দায়িত্ব হিসেবে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন ঃ

وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلاَّ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ○ - العنكبوت : ١٨

"আর রাসূলের ওপর স্পষ্টভাবে পয়গাম পৌঁছিয়ে দেয়া ছাড়া আর কোনো দায়িত্ব নেই।"–সূরা আনকাবুত ঃ ১৮

মহানবী স. বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন ঃ আমি তোমাদের কাছে এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি যা দৃঢ়ভাবে ধারণ করলে তোমরা কখনো বিপথগামী হবে না। প্রকাশ্য সুস্পষ্ট জিনিস আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ। ... হে আল্লাহ! আমি কি তোমার দীন মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি ? লোকেরা বললো, "হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ স. আমাদের কাছে তোমার দীন পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ "হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো।" তারপর তিনি বললেন ঃ হে লোকেরা! তোমরা উপস্থিত লোকেরা অনুপস্থিত লোকদের নিকট পৌঁছে দেবে।"–সীরাত ইবনে হিশাম

তিনি আরো বলেছেন ঃ - بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً "তোমরা আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও তা পৌঁছিয়ে দাও।"–আল হাদীস

www.pathagar.com

একটি দৃষ্টান্ত, নবী করীম স. ইরশাদ করেন, "যারা আল্লাহ তাআলার সীমারেখার অন্তর্ভুক্ত এবং সীমারেখার বহির্ভূত তাদের দৃষ্টান্ত ঠিক ঐ জাহাজ আরোহীদের ন্যায় যারা একটি জাহাজের যাত্রী। তারা লটারীর সাহায্যে জাহাজের ওপর তলা ও নীচতলায় ভাগ হয়ে যায়। যখন নীচের তলাবাসীদের পানির দরকার হয় তখন ওপর তলা থেকে পানি সংগ্রহ করে। এখন তারা ভাবল আমাদের বারবার ওপরে যাতায়াতের দরুন ওপর তলাবাসীদের কষ্ট হয়। সুতরাং পানিতো আমাদের নিকটেই, এই ভেবে জাহাজের নীচতলায় ছিদ্র করতে উদ্ধত হয়। সেই মুহূর্তে ওপরতলাবাসী যদি তাদের এ কাজ থেকে বিরত রাখে তাহলে সকলেই বেঁচে যাবে ; আর নয়তো সকলেই ডুবে মরবে।"–বুখারী ও তিরমিযী

পাপ কাজে বাধা না দিলে আযাব

"নবী করীম স. বলেন, যদি কোনো দল বা জাতির মধ্যে কোনো ব্যক্তি কোনো গুনাহের কাজে লিপ্ত থাকে। ঐ জাতি বা দলের লোকেরা শক্তি থাকা সত্তেও যদি তাকে ঐ গুনাহের কাজে বাঁধা প্রদান না করে তবে মৃত্যুর পূর্বেই তাদের ওপর আল্লাহর আযাব বর্ষিত হবে।"–আবু দাউদ

দাওয়াত দান আল্লাহর নির্দেশ

আল্লাহ পাক হুকুম করেন ঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ـ النحل : ١٢٥

"তোমার রবের পথে হিকমত ও উত্তম নসীহতের মাধ্যমে ডাক।"

দাওয়াত ও তাবলীগ সফলতার চাবিকাঠি

আল্লাহ বলেন ঃ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ـ ال عمرن : ١٠٤

"তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক অবশ্যই থাকতে হবে, যারা নেক ও সৎকর্মশীল। তাঁর দিকে আহ্বান জানাবে, ভাল কাজের নির্দেশ দিবে ও খারাপ কাজের নিষেধ করবে। যারা এ দায়িত্ব পালন করবে তারাই সফলকাম।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৪

দাওয়াত বিহীন ইবাদাত আল্লাহর দরবারে মূল্যহীন

পূর্ববর্তী জামানায় বনী ইসরাঈলের কোনো এক জনপদ ধ্বংস করার জন্য আল্লাহ ফেরেশতাদের প্রেরণ করেন। ফেরেশতারা ঐ জনপদ ধ্বংস করতে

www.pathagar.com

এসে এক বুজর্গ ব্যক্তিকে ইবাদাতে মশগুল দেখতে পায়। ফেরেশতারা বিষয়টি আল্লাহকে অবহিত করেন। আল্লাহপাক বুজর্গ ব্যক্তি সহ ঐ জনপদ ধ্বংস করার হুকুম দেন। কারণ যে নিজে সৎকর্ম করে অথচ অন্য মানুষকে বলে না, অন্যদের পাপ থেকে বাঁচায় না তার ইবাদাত মূল্যহীন।

দা'য়ী ও মুবাল্লিগের মর্যাদা

ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাঁর সে বান্দাকে সবুজ সতেজ করে রাখবেন। যে আমার কথা শুনলো, তার হিফাজত করলো, তা স্মরণ রাখলো এবং যেভাবে শুনেছে ঠিক সেভাবেই হুবহু অন্য লোকের নিকট পৌঁছে দিল। অনেক সময় এমন হয় যে, (পরোক্ষভাবে) যার নিকট একটি কথা পৌঁছেছে, সে তার (প্রত্যক্ষ) শ্রবণকারী অপেক্ষা বেশী ভাল করে স্মরণ রেখেছে।–মেশকাত

হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, আমার উম্মতের অধপতন ও বিপর্যয়কালে যে ব্যক্তি আমার পথ ও পন্থা এবং সুন্নাতকে আকড়ে ধরবে তার জন্য একশ শহীদের সওয়াব বা প্রতিদান রয়েছে।–মেশকাত

হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ স. বলেন, যে ব্যক্তি সঠিক পথের দিকে ডাকে তার জন্য এ পথের অনুসারীদের বিনিময়ের সমান বিনিময় রয়েছে। এতে তাদের বিনিময় কিছু মাত্র কম হবে না। আর যে ব্যক্তি ভ্রান্ত পথের দিকে ডাকে তার উক্তপথের অনুসারীদের গুনাহের সমান গুনাহ হবে। এতে তাদের গুনাহ কিছু মাত্র কম হবে না।–মুসলিম

মূলকথা, প্রচার মানেই প্রসার। ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপন বেশী বিক্রয়ের জন্য, নির্বাচনী প্রচারনা জয়ী হওয়ার জন্য, প্রদর্শনী দর্শক গ্রাহকদের আকৃষ্ট করার জন্য। গোয়েবল্‌স একটি থিওরী দিয়েছে—যে ছিল হিটলারের সহকরী —"একটি মিথ্যা বারবার বললে তা সত্যে পরিণত হয়।"

মিথ্যা প্রচারের সুযোগ ইসলামে নেই, তবে সত্য প্রচার একান্ত অপরিহার্য। এর ওপর ইসলামের প্রসার ও বিজয় নির্ভর করে।

কাদের প্রতি দাওয়াত ও তাবলীগ

মানব শিশু জন্মের পরপরই দাওয়াত ও তাবলীগের মুখাপেক্ষী। এজন্য মহানবী স. মুসলিম শিশু জন্মের পর এক কানে আযান এবং অন্য কানে

www.pathagar.com

ইকামাত দেয়ার হুকুম করেছেন। পিতা-মাতাই পারে সন্তানকে খাঁটি মু'মিন রূপে গড়ে তুলতে। রাসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ

مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ اِلاَّ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ـ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ

"প্রত্যেক মানব শিশুই ফিতরাত তথা স্বভাব ধর্ম নিয়েই জন্মগ্রহণ করে, এরপর তার পিতা-মাতা হয় তাকে ইহুদী, না হয় খৃস্টান অথবা অগ্নিপূঁজক বানায়।"–বুখারী

সাধারণভাবে মুসলমান বিশেষ করে অমুসলিম সহ সকল মানবের নিকট দাওয়াত পৌছাতে হবে। মু'মিনদেরকে খাঁটি মুসলিম হওয়ার জন্য, ইসলাম পূর্ণভাবে মেনে চলার জন্য দাওয়াত দিতে হবে। আল্লাহ বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً ـ وَلاَ تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ـ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○ ـ البقرة : ٢٠٨

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইসলামে পরিপূর্ণভাবে দাখিল হও। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। কেননা নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"–সূরা আল বাকারা-২০৮

অমুসলিমদের ইসলাম বুঝার এবং মুসলমান হবার দাওয়াত দিতে হবে। সমস্ত মানুষকে ডাকতে হবে। আল্লাহর ইবাদাতের জন্য—আল্লাহ বলেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○

"হে মানব সম্প্রদায় ! তোমরা তোমাদের ঐ প্রতিপালকের ইবাদাত করো যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা আল্লাহভীরু হতে পারো।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২১

আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর আমাকে জানিয়েছেন যে, তাঁর কাছে এ মর্মে বর্ণনা করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ স. যখন মুয়ায ইবনে যাবাল রা.-কে দূত হিসেবে পাঠান তখন কতিপয় উপদেশ দেন এবং তাঁর অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, সহজভাবে ইসলামের দাওয়াত পেশ করবে, কঠিন ভাবে নয়। তাদের মনে আশার আলো জাগাবে। ভীতশ্রদ্ধ করে দেবে না। আহলে কিতাবের একটি গোষ্ঠীর সাক্ষাত পাবে। ওরা জিজ্ঞেস করবে যে, জান্নাতের চাবিকাঠি কি ? তাদের বলবে, আল্লাহ এক ও তাঁর কোনো শরীক নেই এ সাক্ষ প্রদানই জান্নাতের চাবি।"–সীরাতে ইবনে হিশাম

www.pathagar.com

কিসের দিকে দাওয়াত

দাওয়াত হবে এক আল্লাহর দিকে, আল্লাহর ইবাদাতের দিকে, আল্লাহ বিষয়টা এভাবে বলেছেন ঃ

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوْا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ○

"বলো, হে আহলে কিতাব ! এসো এমন একটি কথার দিকে যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই ধরনের। তা হচ্ছে আমরা আল্লাহ ছাড়া কারোর বন্দেগী ও দাসত্ব করবো না। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবো না, আর আমাদের কেউ আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে নিজের রব হিসেবে গ্রহণ করবো না, যদি তারা এ দাওয়াত গ্রহণ করতে প্রস্তুত না হয়, তাহলে পরিষ্কার বলে দাও, তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা অবশ্যই মুসলিম। (একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী ও আনুগত্যকারী)।"-সূরা আলে ইমরান ঃ ৬৪

"ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ স. মুয়ায রা.-কে ইয়েমেনে পাঠিয়েছিলেন। পাঠাবার সময় বলেছিলেন ঃ তুমি আহলে কিতাবদের নিকট যাচ্ছ! তাদেরকে (সর্বপ্রথম) আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, মুহাম্মাদ স. আল্লাহর রাসূল—একথার সাক্ষদানের প্রতি আহ্বান করবে। যদি তারা একথা মেনে নেয়, তবে তাদের শিক্ষা দেবে যে, আল্লাহ তা'আলা দিনে রাতে তাদের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যদি তারা তা গ্রহণ করে তবে তাদের জানাবে যে, তাদের ওপর সাদকা (যাকাত) ফরয করা হয়েছে যা তাদের ধনীদের থেকে আদায় করা হবে এবং গরীবদের মাঝে বন্টন করা হবে। একথা যদি তারা মেনে নেয়, তবে তাদের দামী দামী সম্পদ গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকো, মযলুমের ফরিয়াদ থেকে আত্মরক্ষা করবে। কারণ মযলুম ও আল্লাহর মাঝে কোনো আড়াল থাকে না।"

-বুখারী ও মুসলিম

দাওয়াত হবে একমাত্র আল্লাহর দিকে

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○ - حم السجدة : ٣٣

www.pathagar.com

"আর তার কথার চেয়ে কার কথা উত্তম। যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, নিজে সৎকর্ম করে আর বলে আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।"

–সূরা হা-মীম আস সাজদা ঃ ৩৩

কোন্ জিনিসের তাবলীগ

মহানবীর নবুওয়াতী জিন্দেগী ২৩ বছর। তাঁর পুরো নবুওয়াতী জীবন তাবলীগের কাজে ব্যয় করেছেন। নবী জীবন হলো কুরআনের বাস্তব নমুনা। তাবলীগ করতে গিয়ে কুরআন ও সুন্নাহর কোনোটাই বাদ দেয়া যাবে না। আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ج فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلاَّ خِزْىٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ ط وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ○ - البقرة : ٨٥

"তোমরা কি কিতাবের কিছু মানবে এবং কিছু করবে অমান্য ? তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করবে তাদের জন্যে রয়েছে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা এবং কিয়ামতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তোমরা যা করো না কেন আল্লাহ সে ব্যাপারে গাফেল নন।"–সূরা আল বাকারা ঃ ৮৫

বিদায় হজ্জের ভাষণেও মহানবী স. আমাদের জন্য দুটো জিনিস রেখে গেছেন। ১. আল্লাহর কিতাব ২. নবীর সুন্নাহ (হাদীস)। তিনি এ দুটোরই পুরোপুরি তাবলীগ করতে বলেছেন। এবং নিজেদের বাস্তব জীবনে আমল করতে বলেছেন। তাহলেই পথভ্রষ্টতা থেকে বাঁচা যাবে। এজন্য তাবলীগের মূল কেন্দ্রবিন্দু হবে সম্পূর্ণ কুরআন ও সুন্নাহ।

দা'য়ী ও মুবাল্লিগের বৈশিষ্ট্য

দাওয়াতের বিষয় বস্তু যত ভাল হোক দা'য়ীর যোগ্যতা ছাড়া দাওয়াত ফলপ্রসূ হতে পারে না। এজন্য দা'য়ীকে এমন কিছু যোগ্যতা অর্জন করতে হবে যার মাধ্যমে সঠিক দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ আঞ্জাম দিতে পারবেন। নিম্নে এর বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হলো।

১ জ্ঞান ঃ যিনি যে বিষয়ে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করবেন তার ঐ বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে। অজ্ঞ ব্যক্তি কখনো কোনো কাজে সফলকাম হতে পারে না। আল্লাহ্ বলেন ঃ

www.pathagar.com

هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَيَعْلَمُوْنَ ـ الزمر : ٩

"যে জানে এবং যে জানে না উভয়ে কখনো সমান হতে পারে না।"

এজন্য ইল্‌ম অর্জন করা ফরয মহানবী স. বলেন ঃ

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَّمُسْلِمَاتٌ ـ

"প্রত্যেক মুসলিম নর ও নারীর ওপর ইল্‌ম অর্জন করা ফরজ।"
-বুখারী, কিতাবুল ইলম

দা'য়ী ও মুবাল্লিগের ভাসা ভাসা জ্ঞান থাকলে চলবে না বরং গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। অন্যথায় হিতে বিপরীত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

২ **কথা অনুযায়ী কাজ ঃ** যিনি যে বিষয়ে দাওয়াত ও তাবলীগ করছেন বাস্তব জীবনে সে বিষয়ে তার আমল থাকতে হবে। আল্লাহ বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالاَ تَفْعَلُوْنَ ○ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَالاَ تَفْعَلُوْنَ ـ الصف : ٢-٣

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা এমন কথা কেন বল, যা তোমরা করো না, যা কর না তা বলা আল্লাহর নিকট গর্হিত।"–সূরা আস সফ ঃ ২-৩

একদিন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বললো ঃ আমি ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ এর কাজ করতে চাই। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বললেন, আল্লাহর কিতাবের তিনটি আয়াতের অসম্মান করার আশংকা না থাকলে তুমি এ কাজে নামতে পার। সে বললো, সেগুলো কোন্ কোন্ আয়াত ? আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বললেন ঃ اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ ـ البقرة : ٤٤ "তোমরা কি লোকদের ভাল কাজের কথা বল অথচ নিজেরা তা ভুলে যাও ?"—এর ওপর ভালভাবে আমল করেছ ? সে বললো—না।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বললেন ঃ لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالاَ تَفْعَلُوْنَ "তোমরা এমন কথা কেন বল যা তোমরা করো না ?"—এর ওপর কি ভালভাবে আমল করেছো ? সে বললো—না।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বললেন ঃ مَا اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَا اَنْهٰكُمْ عَنْهُ ـ هود "আমার ইচ্ছা এটা নয় যে, আমি তোমাদেরকে যা নিষেধ করছি তা নিজে করবো।"—তুমি কি এর ওপর ভালভাবে আমল

www.pathagar.com

করেছে ? সে বললো—না। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন—তাহলে তোমার নিজের ওপর প্রথম দাওয়াতের কাজ শুরু কর।

[৩] **সচ্চরিত্র ঃ** সচ্চরিত্র এক বিরাট বিজয়ী শক্তি। যা দ্বারা মানুষের আত্মা জয় করা যায়। যা তলোয়ারের চেয়ে ধারালো এবং হীরা, মণি, মুক্তার চেয়েও মূল্যবান। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ

اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا ـ

"মুমিনদের মধ্যে সে ব্যক্তিই ঈমানের পূর্ণতা লাভ করেছে, নৈতিক চরিত্রের দিক থেকে যে তাদের মধ্যে সর্বোত্তম।"–মেশকাত

আল্লাহর পথে যারা কাজ করে তাদের উদার হৃদয় ও বিপুল হিম্মতের অধিকারী হতে হবে। সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতিশীল ও মানবতার দরদী হতে হবে। তাদের হতে হবে ভদ্র ও কোমল স্বভাব সম্পন্ন। আত্মনির্ভরশীল ও কষ্ট সহিষ্ণু। মিষ্টভাষী ও সদালাপী। প্রতিশোধ নয় ক্ষমা, নিজের স্বার্থে নয় বরং অন্যের ভালোর জন্য কাজ করবে।—সাফল্যের শর্তাবলী

[৪] **প্রজ্ঞা ঃ** পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য সমস্ত কাজগুলো প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরাই করে থাকে। দাওয়াত ও তাবলীগের মত দায়িত্বপূর্ণ কাজ প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ছাড়া সম্ভব নয়। আল্লাহ নিজে এ ব্যাপারে বলেছেন ঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ ـ النحل : ١٢٥

"ডাক তোমার প্রভুর দিকে প্রজ্ঞা সহকারে।"–সূরা আন নাহল ঃ ১২৫

এ কাজ তাদের দ্বারাই সম্পাদিত হতে পারে যারা পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, বিচার বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রাখে এবং জীবন সমস্যা বুঝার ও সমাধানের যোগ্যতা রাখে। দীনের ব্যাপারে সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞান ও দুনিয়ার কাজ-কারবারের ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টি রাখাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রজ্ঞার পরিচয়।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, দু ব্যক্তির ব্যাপারে 'হাসাদ' (হিংসা) জায়েয।

১. যাকে আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পদ দান করেছেন, অতপর সে সম্পদ সত্য পথে বিলিয়ে দেয়ার তাওফিক তাকে দিয়েছেন।

২. যাকে আল্লাহ তা'আলা (দীনের) হিকমত দ্বারা বিভূষিত করেছেন। অতপর সে ব্যক্তি এ হিকমত (প্রজ্ঞা) দ্বারা বিচার ফায়সালা করে এবং লোকদের তা শিক্ষাদান করে।–বুখারী ও মুসলিম

www.pathagar.com

৫ দীনকে জীবনোদ্দেশ্য করা ঃ মুবাল্লিগের জীবনোদ্দেশ্য হবে দীন। সকল অবস্থায় সকল কাজে একটা চিন্তাই থাকবে দীনের প্রচার ও প্রসার, অন্য সকল দীনকে নীচু করে ইসলামকে বিজয়ী করা। পৃথিবীতে নবী পাঠানোর উদ্দেশ্যও তাই। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন ঃ

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ○ - الصف : ٩

"তিনি আল্লাহ যিনি তাঁর রাসূলকে, হেদায়াত ও সত্য দীন সহকারে পাঠিয়েছেন। যাতে তিনি অন্যান্য সকল দীনের ওপর ইসলামকে বিজয়ী করেন। মুশরিকরা তা যতই অপসন্দ করুন না কেন।"-সূরা আস সফ ঃ ৯

যে ব্যক্তি দীনের ওপর প্রচণ্ড বিশ্বাস সহকারে কাজ করে। আর তাতে অবিচল থেকে তাকেই জীবনোদ্দেশ্য করে কর্মপন্থা নির্ধারণ করে তার সাফল্য অনিবার্য।

৬ আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক ঃ দা'য়ী ও মুবাল্লিগ আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক রক্ষা করবে। আল্লাহর সন্তোষ হবে সকল কাজের কেন্দ্র বিন্দু। রাসূলে পাক স. বলেন ঃ

مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তোষ হাসিলের জন্য কাউকে ভালবাসলো। আল্লাহর সন্তোষ হাসিলের জন্য শত্রুতা করলো, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য দান করলো এবং তারাই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বিরত থাকলো। তবে সে নিসন্দেহে ঈমানের পূর্ণতা দান করলো।"-মেশকাত

সর্বদা মনে রাখতে হবে আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। যেমন মহানবী স. মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের সময় সওর গুহায় অবস্থান কালে তার একমাত্র সঙ্গী আবু বকর রা.-কে বলেছিলেন ঃ

لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا - التوبة : ٤٠

"চিন্তিত হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।"

-সূরা আত তাওবা ঃ ৪০

জীবনের সবকিছু আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করতে হবে। আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

www.pathagar.com

"বলুন! নিশ্চয় আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও মৃত্যু একমাত্র বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।"–সূরা আনআম ঃ ১৬২

আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে এর প্রতিদান চাইবে না। আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ مَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ - ص : ٨٦

"বলো, এ দীন প্রচারের জন্য আমি তোমাদের নিকট কোনো পারিশ্রমিক চাই না।"–সূরা সাদ ঃ ৮৬

নির্ধারিত ফরয ইবাদাতের সাথে সাথে আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দা হওয়ার জন্য নফল ইবাদাত করতে হবে। তবে তা অত্যন্ত গোপনে।

সর্বদা আখেরাতের সফলতার আশা রাখবে। দুনিয়ায় একাজ যদি সফল নাও হয় তাতে কিছু যায় আসে না বরং আখেরাতে যেন সফলকাম হওয়া যায় তার আকাঙ্খাই দা'য়ী ও মুবাল্লিগের অন্তরে প্রেরণা যোগাবে।

[৭] ধৈর্য ঃ ধৈর্য সাফল্যের চাবিকাঠি। ইউসুফ আ. মিশর রাণীর প্রলোভনে ধৈর্য ধরেছেন। দশ বছর জেল খেটেছেন, কিন্তু নিজ মিশন থেকে বিচ্যুত হননি। ইবরাহীম আ. নিজ পিতা ও জাতিকে দাওয়াত দিয়ে আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। ধৈর্য হারাননি। মূসা আ. প্রচণ্ড দাম্ভিক ফেরাউনের সামনে মাথা নত করেননি। বরং ধৈর্যের সাথে বিরোধিতার মোকাবিলা করেছেন।। মহানবী স. দীর্ঘ ১৩টি বছর মক্কা ও তায়েফে নির্যাতন ভোগ করেছেন। ধৈর্য ধরেছেন। মূলত সবর বিজয়ের চাবিকাঠি। আল্লাহ বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا قف وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○ - ال عمران : ٢٠٠

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা ধৈর্যধারণ করা, ধৈর্যে প্রতিযোগিতা করো, আর সদা প্রস্তুত থাক এবং আল্লাহকে ভয় করো, তবে তোমরাই হবে সফলকাম।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ২০০

সবরের অর্থ ঃ সবরের কয়েকটি অর্থ রয়েছে যথা ঃ

১. তাড়াহুড়া না করা, নিজের প্রচেষ্টার ত্বরিত ফল লাভের জন্য অস্থির না হওয়া এবং বিলম্ব দেখে হিম্মত হারিয়ে না বসা।

২. তিক্ত স্বভাব, দুর্বল মত, সংকল্পহীনতার রোগে আক্রান্ত না হওয়া, ধৈর্যশীল একবার ভেবে-চিন্তে যে পথ অবলম্বন করে তার ওপর অবিচল থাকে, এবং একাগ্র ইচ্ছা ও সংকল্পের পূর্ণ শক্তি নিয়ে অগ্রসর হওয়া।

www.pathagar.com

৩. বাধা বিপত্তির বীরোচিত মোকাবেলা করা এবং শান্ত চিত্তে লক্ষ অর্জনের পথে যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা। ধৈর্যশীল ব্যক্তি যে কোনো ঝড়-ঝঞ্ঝায় পর্বত প্রমাণ তরঙ্গাঘাতে হিম্মতহারা হয় না।

৪. দুঃখ-বেদনা, ভারাক্রান্ত ও ক্রোধান্বিত না হওয়া এবং সহিষ্ণু হওয়া। কঠিন বিরোধিতা, সহযোগিদের তিক্ত ও বিরক্তিকর বাক্যবাণে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় না দিলে সমগ্র কাফেলা পথভ্রষ্ট হতে পারে।

৫. সকল প্রকার ভয়ভীতি ও লোভ-লালসার মোকাবেলায় সঠিক পথে অবিচল থাকা, শয়তানের উৎসাহ প্রদান ও নফসে খাহেশের বিপক্ষে নিজের কর্তব্য সম্পাদন করা।

উপরোক্ত সকল অর্থেই ধৈর্য সাফল্যের চাবিকাঠি। এ ব্যাপারে মহানবী স.-এর বাণী কতই না সুন্দর–"মু'মিনের সকল কাজ বিস্ময়কর। তার প্রতিটি কাজই তার জন্যে কল্যাণ বয়ে আনে আর (এ সৌভাগ্য) মু'মিন ছাড়া কেউ লাভ করতে পারে না। দুঃখ কষ্টে নিমজ্জিত হলে সে সবর করে আর এটা হয় তার জন্যে কল্যাণকর। সুখ শান্তি লাভ করলে সে শোকর আদায় করে। আর এটাও তার জন্যে কল্যাণ বয়ে আনে। অর্থাৎ সর্বাবস্থায় সে কেবল কল্যাণই লাভ করে।"–মুসলিম

৮ স্পষ্ট ও সুভাষণ ঃ জ্ঞানপূর্ণ সুমধুর ভাষা মানুষকে কাছে টানে। দা'য়ী ও মুবাল্লিগকে স্পষ্ট ও পরিষ্কার ভাষা ব্যবহারের যোগ্যতা থাকতে হবে। যাতে শ্রোতা তার ভাষা বুঝতে পারে। হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ স. তোমাদের মতো ঝটপট কথাবার্তা বলতেন না। তিনি এমনভাবে কথা বলতেন, কেউ গুণতে চাইলে গুণে নিতে পারতো।–বুখারী ও মুসলিম

৯ দৃঢ় সংকল্প ঃ মুবাল্লিগের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ গুণ হচ্ছে দৃঢ় সংকল্প। দুর্বল সংকল্প মূল কাজ থেকে এক সময় দূরে সরিয়ে দেয়। মানুষ স্বভাবতই প্রথম প্রথম বেশ কিছুটা জোশ দেখায়। কিন্তু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ধীরে ধীরে কাজে ভাটা পড়ে। একবার যদি কেউ এ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে তাহলে পরবর্তীতে নিজের দুর্বলতা ঢাকা দেয়ার জন্য ঐ কাজের দোষ খুঁজতে থাকবে। এ পর্যায়ে বৈষয়িক কাজের প্রতি মোহ সৃষ্টি করে। এক পর্যায়ে সে দাওয়াতের মূল কাজ থেকে সম্পূর্ণ দূরে সটকে পড়ে। আল্লাহ বলেন ঃ

www.pathagar.com

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ○

"নিশ্চয় যারা বলে তাদের প্রভু আল্লাহ, অতপর এর ওপর দৃঢ় ও অটল থাকে তাদের ওপর ফেরেশতা নাযিল হয়ে বলতে থাকে—তোমরা ভীত হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না, তোমরা সেই জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো, যার ওয়াদা দেয়া হয়েছে।"–সূরা হা-মীম আস-সিজদা ঃ ৩০

১০ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সময়ানুবর্তিতা ঃ সময়ের কাজ সময়ে করা জরুরী। পরিস্থিতি বুঝে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত না নিলে সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হবে। এজন্য অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুবাল্লিগ ও দা'য়ীকে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। বেহুদা সময় নষ্ট করা উচিত নয়।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, আমি তোমাদের কাউকে যেন এমন অবস্থায় না পাই যে, সে এক পায়ের ওপর আরেক পা রেখে গানে মশগুল এবং সূরা বাকারা পড়ছে না।"–তিরমিযী

১১ উদারতা ও মহানুভবতা ঃ উদারতা ও মহানুভবতা, হিতকামনা ও সহনশীলতা ইত্যাদি গুণাবলী দা'য়ীর জন্য অপরিহার্য। রাসূলে করীম স. তায়েফে পাশবিক নির্যাতনের পরও তাদের জন্য হিদায়াতের প্রার্থনা করেন। মক্কা বিজয়ের পর কুরাইশ শত্রুদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন।

১২ সাহসিকতা ঃ দা'য়ী ও মুবাল্লিগ আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করবে না। সাহসের সাথে দাওয়াতী কাজ করবে। এ ব্যাপারে মহানবী স.-এর বাণী—"যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে তাকে দুনিয়ার সবকিছু ভয় করে। আবার যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ভয় করে তাকে দুনিয়ার সবকিছু ভয় দেখায়।"

১৩ প্রচার মাধ্যম ব্যবহারের যোগ্যতা অর্জন ঃ স্বল্প সময়ে সামান্য পরিশ্রমে দ্রুত দাওয়াত পৌছানো প্রয়োজন। এজন্য দা'য়ী ও মুবাল্লিগ অত্যাধুনিক প্রচার মাধ্যম ব্যবহারের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। বিজ্ঞানের আবিস্কার আল্লাহর দান বিশেষ। এর অবৈধ ব্যবহার অন্যায়। বৈধ ব্যবহারের জন্য এর পরিচালন যোগ্যতা অর্জন একান্ত অপরির্য।

www.pathagar.com

দা'য়ী ও মুবাল্লিগের বর্জনীয় বিষয়

এমন কিছু দূষণীয় বিষয় রয়েছে যা দা'য়ী ও মুবাল্লিগকে বর্জন করতে হবে। অন্যথা হিতে বিপরীত হবে। যথা ঃ

১ গর্ব ও অহংকার ঃ ধ্বংসের মূল কারণ-গর্ব ও অহংকার। আত্মাভিমান ও নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ, এটি একটি শয়তানী প্রেরণা। শয়তানই এ কাজের উপযোগী হতে পারে। শ্রেষ্ঠত্ব কেবল মাত্র আল্লাহর জন্য।

কিছু সৎকাজ করার পর অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ভাবা স্বাভাবিক। শয়তান এ পথ দিয়েই প্রবেশ করে। অন্যের প্রশংসা শুনেও এমন হতে পারে। এ পথে শয়তান রিয়া সৃষ্টি করে। এ পর্যায়ে আমাকে শ্রেষ্ঠ বুজুর্গ ব্যক্তির প্রতি নজর করতে হবে। এবং নিজকে ছোট মনে করতে হবে। আর নিজের ত্রুটিগুলোর প্রতি একাকী চিন্তা করতে হবে। তাহলে এর থেকে বাঁচা সম্ভব।

আল্লাহ অহংকার পসন্দ করেন না। আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ط اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ○

"আর দুনিয়ার বুকে দর্প ভরে চলা ফেরা করো না, আল্লাহ কোনো আত্মঅহংকারী দাম্ভিক মানুষকে পসন্দ করেন না।"–সূরা লুকমান ঃ ১৮

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর হাদীস ঃ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ، فَقَالَ رَجُلٌ اِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ اَنْ يَّكُوْنَ ثَوْبُهُ حَسَنًا، وَنَعْلُهُ حَسَنًا ؟ اِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ اَلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ۔

"নবী স. বলেছেন ঃ যার অন্তরে অনু পরিমাণও অহংকার রয়েছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। একজন লোক বললো, কোনো কোনো লোকতো চায় তার কাপড়টা সুন্দর হোক, জুতাটা আকর্ষণীয় হোক (এও কি খারাপ ?) তিনি বললেন, আল্লাহ নিজে সুন্দর তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। অহংকার হলো গর্ভভরে সত্য অস্বীকার করা ও লোকদের হেয় জ্ঞান করা।"–মুসলিম

২ রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা ঃ দা'য়ী ও মুবাল্লিগ আল্লাহর সন্তোষের উদ্দেশ্যে কাজ করবে। তার কাজে রিয়া বা মানুষকে দেখানোর ইচ্ছা থাকবে না। যদি থাকে তাহলে সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন ঃ

www.pathagar.com

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ۙ كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۭ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ۭ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ۭ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۝ ـ البقرة : ١٦٤

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের দান-খয়রাতকে অনুগ্রহের কথা বলে এবং কষ্ট দিয়ে সেই ব্যক্তির মত নষ্ট করে দিও না, যে শুধু লোক দেখানোর জন্য নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। সে না আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করে, না পরকালের প্রতি।৹তার দৃষ্টান্ত এরূপ ঃ যেমন একটি বিরাট শিলাখণ্ড তার ওপর মাটির স্তর জমে আছে। যখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়ল, তখন সমস্ত মাটি ধুয়ে চলে গেল এবং গোটা শিলা খণ্ডটি নির্মল ও পরিষ্কার হয়ে গেল। এসব লোক দান করে যে সওয়াব অর্জন করে তা দ্বারা তাদের কোনো উপকার হয় না। আল্লাহ কাফেরদের সৎপথ দেখান না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৬৪

রিয়া মুনাফিকদের চরিত্র। কাজেই তা মুমিনের জীবনে থাকতে পারে না। রাসূল স. বলেছেন ঃ

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

"নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজি করছে। অথচ তিনিই ওদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছেন। যখন এরা নামাযে দাঁড়ায় তখন আলস্য জড়িতভাবে দাঁড়ায়। শুধু লোক দেখানোর জন্য ঠোঁট নাড়ে। আল্লাহকে এরা খুব কমই স্মরণ করে।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৪২

মহানবী বিষয়টি আরো পরিষ্কার করে বলেছেন ঃ

مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللّٰهُ بِهٖ وَمَنْ يُرَائِىْ يُرَائِى اللّٰهُ بِهٖ ـ

"যে ব্যক্তি মানুষকে শুনানোর জন্য কাজ করে আল্লাহ তার দোষ ত্রুটি মানুষের গোচরীভূত করবেন। আর যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য কাজ করে আল্লাহ তার সমস্ত দোষত্রুটি মানুষকে দেখিয়ে দেবেন।"

–বুখারী ও মুসলিম

www.pathagar.com

سَمَّعَ শব্দের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী র. বলেন, প্রদর্শনেচ্ছার বশবর্তী হয়ে মানুষের সামনে নিজের যাবতীয় নেক কাজ প্রকাশ করাকে سَمَّعَ বলে।

৩ ত্রুটিপূর্ণ নিয়ত ঃ নিয়তের ত্রুটির প্রভাব কাজের ওপর পড়ে। ত্রুটিপূর্ণ নিয়ত দ্বারা দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে সফলতা অর্জন করা যায় না। যার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে মন্দকে খতম করে ভালকে প্রতিষ্ঠিত করা। তার নিয়ত সহীহ হতে হবে।

উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন মানুষের যাবতীয় কাজ-কর্ম নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। মানুষ তাই পাবে যা সে নিয়ত করেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে পাওয়ার নিয়তে হিজরত করেছে তবে বাস্তবিকই তার হিজরত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে। আর যে ব্যক্তি হিজরত করেছে কোনো পার্থিব উদ্দেশ্যে বা কোনো নারীকে বিয়ে করার নিয়তে, তবে তার হিজরতের উদ্দেশ্য তাই যা লাভ করার উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে।–বুখারী ও মুসলিম

রাসূলুল্লাহ স. আরো বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَايَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَّنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ۔

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদের চেহারা সুরত এবং ধন-সম্পদ দেখবেন না। তিনি দেখবেন তোমাদের অন্তর (নিয়ত) ও আমল।"–মুসলিম

৪ নিজ মতকে অগ্রাধিকার দেয়া ঃ আমি কত ভাল। কারো মত সঠিক নয় একমাত্র আমিই সঠিক। যে প্রশংসা শুনতে চায় সমালোচনা বরদাশত করে না—তার দ্বারা দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ সম্ভব নয়।

হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তিনটি মুক্তি দানকারী জিনিস আছে আর তিনটি আছে ধ্বংসকারী। মুক্তি দানকারী তিনটি জিনিস হলো ঃ

১. গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহ ভীতি অবলম্বন করা,
২. সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি সর্বাবস্থায় হক ও সত্য কথা বলা এবং
৩. সুসময় ও দুঃসময় (সর্বাবস্থায়) মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা।

আর ধ্বংসকারী তিনটি জিনিস হচ্ছে ঃ

১. এমন কামনা-বাসনা মানুষ যার অনুগত দাস হয়ে যায়।

www.pathagar.com

২. এমন লোভ-লালসা যাকে পরিচালক মেনে নেয়া হয় এবং
৩. নিজ মতকে অগ্রাধিকার দেয়া। আর এটিই হচ্ছে সর্বাধিক ভয়াবহ।

[৫] **মন্দ ব্যবহার ঃ** যারা দীনের পথে কাজ করে তাদের পক্ষ থেকে মন্দ ব্যবহার বন্ধুকে দূরে ঠেলে শত্রুকে বিরোধিতার সুযোগ এনে দেয়। এজন্য মন্দকে ভালোর দ্বারা প্রতিহত করতে হবে। এজন্য কোনো অবস্থায় মন্দ ব্যবহার করা যাবে না। হযরত আনাস রা. দীর্ঘ দশ বছর রাসূলের খেদমত করেছেন, কিন্তু রাসূল কোনো দিন মন্দ ব্যবহার করেননি। আল্লাহ বলেন ঃ

اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ط نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ ○

"অন্যায়কে তোমরা উত্তম পন্থায় প্রতিরোধ করো। তোমাদের বিরুদ্ধে তারা কী বলে তা আমরা ভালোভাবেই জানি।"–সূরা মুমিনূন ঃ ৯৬

মন্দ ব্যবহারের পরিবর্তে ভালো ব্যবহার করলে তা ভীষণ কল্যাণকর হয় ঃ

وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ط اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ ○ ـ حم السجدة : ٣٤

"ভালো ও মন্দ কখনো সমান হতে পারে না। তুমি ভালোর দ্বারা মন্দকে প্রতিরোধ করো। অবশেষে তোমরা ও অন্যের মধ্যে যে শত্রুতা ছিল তা এমন হয়ে যাবে যে, সে তোমার পরম বন্ধু।"
–সূরা হামীম আস সাজদাহ ঃ ৩৪

[৬] **রাগ ঃ** রাগ যে হযম করতে পারেন না আক্রমণাত্মক উক্তিতে যে উত্তেজিত হয় তার দ্বারা দাওয়াতি দীনের কাজ সম্ভব নয়। সর্বাস্থায় রাগ দমন করে নিজ কাজে অগ্রসর হতে হবে। আল্লাহ বলেন ঃ

وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○

"তাদের বৈশিষ্ট্য হলো, তারা রাগকে হযম করে এবং লোকদের সাথে ক্ষমার নীতি অবলম্বন করে চলে। আল্লাহ এ ধরনের মুহসিন তথা সৎ কর্মশীলদের ভালোবাসেন।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৪

"মহানবী স. বলেছেন, কুস্তিতে যে বীর সে প্রকৃত বীর নয় মূলতঃ যে রাগ দমন করতে পারে সে প্রকৃত বীর।"–মুসলিম

অবশ্য শরীয়তের সীমালংঘনে ক্রোধ প্রকাশের অনুমতি রয়েছে।

www.pathagar.com

৭ মুনাফিকী স্বভাব ঃ মুনাফিকীর কোনো একটা স্বভাব যেন দা'য়ী ও মুবাল্লিগের জীবনে না থাকে। এ স্বভাব দীনি কাজকে সম্পূর্ণ বরবাদ করে দেয়।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল স. বলেছেন, যার মধ্যে নিম্নোক্ত চারটি স্বভাব পাওয়া যাবে সে নিরেট মুনাফিক। আর যার মধ্যে এর কোনো একটি স্বভাব পাওয়া যাবে তার মধ্যে মুনাফিকীর একটি স্বভাব বিদ্যমান যতোক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে। সেগুলো হচ্ছে ঃ

১. যখন তার নিকট আমানত রাখা হয় তখন সে খেয়ানত করে।

২. কথা বলার সময় মিথ্যা বলে।

৩. ওয়াদা, চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি করলে তা ভঙ্গ করে এবং

৪. কারো সাথে তর্ক ও ঝগড়া হলে গালাগালি ও অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করে।

৮ কঠোরতা ঃ কঠোরতা নয় বরং সহজতায় দাওয়াতের সফলতা নির্ভর করে। রাসূল স. বলেন ঃ

إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ -

"তোমাকে সহজ করার জন্য পাঠানো হয়েছে, কঠিন করার জন্য নয়।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন ঃ "রাসূলুল্লাহ স. এক বক্তৃতায় তিনবার বলেছেন, কঠোরতা অবলম্বনকারীরা ও বাড়াবাড়ির আশ্রয়কারীরা ধ্বংস হয়ে গেল।"

মহানবীর অভ্যাস ছিল নিম্নরূপ ঃ

مَا خُيِّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ بَيْنَ اَمْرَيْنِ قَطُّ اِلاَّ اَخَذَ اَيْسَرَهُمَا مَالَمْ يَكُنْ اِثْمًا

"কখনো এমন হয়নি যে, রাসূলুল্লাহ স.-কে দুটি বিষয়ের মধ্যে একটি অবলম্বন করার সুযোগ দেয়া হয়েছে এবং তিনি তার মধ্যে থেকে সবচেয়ে সহজটাই গ্রহণ করেননি। তবে যদি তা গুনাহের নামান্তর না হয়ে থাকে।"–বুখারী ও মুসলিম।

দাওয়াত দানকারীকে রাসূল স. বলেন ঃ

يَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا وَبَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوْا -

"সহজ করো, কঠিন করো না, সুসংবাদ দাও ঘৃণা সৃষ্টি করো না।"

www.pathagar.com

আল্লাহ নিজে রসূল স.-কে বলেছেন ঃ

لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ

"হে নবী! তাদের নিকট আপনাকে দারোগা করে পাঠাইনি।"

–সূরা গাশিয়া ঃ ২২

৯ **কু-ধারণা ঃ** কু-ধারণা সৃষ্টি হবার পর মানুষ গোয়েন্দা মনোবৃত্তি নিয়ে অন্যের দোষ খুঁজে বেড়াতে থাকে। কু-ধারণার তাৎপর্য হচ্ছে, মানুষ নিজেকে ছাড়া অন্য সবার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা রাখে যে, তারা সবাই খারাপ এবং বাহ্যত তাদের যে সমস্ত বিষয় আপত্তিকর দেখা যায় সেগুলোর কোনো ভালো ব্যাখ্যা করার পরিবর্তে হামেশা খারাপ ব্যাখ্যা করে থাকে। এ ব্যাপারে সে কোনো প্রকার অনুসন্ধানের প্রয়োজনবোধ করে না। গোয়েন্দাগীরি এ কু-ধারণারই একটি ফসল। মানুষ অন্যের সম্পর্কে প্রথমে একটি খারাপ ধারণা করে। অতপর তার পক্ষে প্রমাণ সংগ্রহের জন্যে ঐ ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে খবর নিতে থাকে। কুরআন এ দুটি বস্তুকেই গোনাহ গণ্য করে। আল্লাহ বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ز اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا ـ الحجرت : ١٢

"হে ঈমানদারগণ অনেক বেশি ধারণা করা থেকে দূরে থাকো। কারণ কোনো কোনো ধারণা গুনাহের পর্যায়ভুক্ত। আর গোয়েন্দা গিরি করো না।"–সূরা হুজুরাত ঃ ১২

"রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ সাবধান! কু-ধারণা করো না। কু-ধারণা মারাত্মক মিথ্যা।"

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে গোয়েন্দাগিরি ও অন্যের দোষ খুঁজে বেড়াতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে আমাদের সামনে কোনো কথা প্রকাশ হয়ে গেলে আমরা পাকড়াও করবো।"

"হযরত মুয়াবিয়া রা. বলেন ঃ রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমরা মুসলমানদের গোপন অবস্থার ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাতে থাকলে তাদেরকে বিগড়ে দেবে।"

১০ **গীবত ঃ** দা'য়ী ও মুবাল্লিগ গীবত থেকে বেঁচে থাকবে। গীবত আল্লাহর কাছে ঘৃণার্হ। আল্লাহ বলেন ঃ

www.pathagar.com

وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ط اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ط - الحجرات : ١٢

"তোমরা কেউ কারো গীবত করবে না। তোমাদের কেউ কি নিজের মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পসন্দ করবে ? নিশ্চয় তোমরা তা ঘৃণা করবে।"–সূরা হুজুরাত ঃ ১২

গীবতের ব্যাখ্যায় মহানবী স. বলেন ঃ "তোমার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার কথা এমনভাবে বলা, যা সে জানতে পারলে অপসন্দ করতো, রাসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করা হলো, যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে ঐ দোষ থাকে তাহলেও কি তা গীবতের পর্যায়ভুক্ত হবে ? জবাব দিলেন, যদি তার মধ্যে ঐ দোষ থেকে থাকে এবং তুমি তা বর্ণনা করে থাকো, তাহলে তুমি গীবত করলে। আর যদি তার মধ্যে ঐ দোষ না থাকে তাহলে তুমি গীবত থেকে আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে তার উপর মিথ্যা দোষারোপ করলে।"–মুসলিম

১১ বেহুদা বিষয় ঃ দা'য়ী ও মুবাল্লিগ মূল বিষয় বাদ দিয়ে বেহুদা বিষয় নিয়ে সময় ক্ষেপণ করবে না। বেহুদা তর্কে বিতর্কে লিপ্ত হবে না। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ -

"আর তারা বেহুদা বিষয় ও কাজ থেকে বিরত থাকে।"

–সূরা আল মুমিনূন ঃ ৩

মনে রাখতে হবে, যারা আদবের সাথে কোনো বিষয় জানতে চায় অথবা মনযোগ দিয়ে দাওয়াত শ্রবণ করে তারাই দাওয়াত গ্রহণ করবে। এবং একবার যে বিতর্কের দরজা খুলে দেয় সেখান থেকে সরে যাওয়া দা'য়ীর একান্ত কর্তব্য। কারণ বিতর্কে শয়তান শরীক হয়।

১২ হিংসা-বিদ্বেষ ঃ দা'য়ী ও মুবাল্লিগ কখনো সহকর্মী বা প্রতিপক্ষ বা অন্য কারো প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করবে না, এতে সমস্ত আমল ধ্বংস হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ

اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَاِنَّ الْحَسَدَ يَاْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَاْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ -

"হিংসা-বিদ্বেষ থেকে তোমরা মুক্ত থাকো। কারণ হিংসা নেক আমলকে এমনভাবে খেয়ে ফেলে যেমন আগুন কাঠ খড়িকে খেয়ে ফেলে।"

–আবু দাউদ

www.pathagar.com

এ ব্যাপারে মহানবী স.-এর আরো নির্দেশ ঃ "তোমরা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না, পরস্পর হিংসা করো না, কোনো মুসলমানের জন্য তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন অবস্থায় থাকা বৈধ নয়।"–বুখারী ও মুসলিম

১৩ **অশালীন ও অশোভন কথাবার্তা ঃ** দা'য়ী কখনো অশ্লীলভাষী হবে না। আশোভন কথা যিনি বলেন তিনি গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেও তা মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য হয় না। মহানবী স. বলেন ঃ

اِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللّٰهِ مَنْ تَرَكَهُ اَوْدَعَهُ النَّاسَ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ

"আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তি নিকৃষ্ট যার অশালীন ও অশোভন কথা থেকে বাঁচার জন্য লোক তাকে এড়িয়ে চলে।"–বুখারী

জিহ্বা সংযত করার গুরুত্ব বুঝাতে মহানবী স. বলেন ঃ

مَنْ يَّضْمَنْ لِىْ مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ۔

"যে ব্যক্তি তার জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের হিফাযতের জামিন হবে আমি তার জান্নাতের জামিন হবো।"–বুখারী

ভালো কথা না বললে অন্তত চুপ থাকবে। রাসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ۔

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।"

আল্লাহ পাক বলেন ঃ

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ۔

"মানুষের মুখ থেকে এমন কোনো কথা বের হয় না, যা একজন ফেরেশতা সংরক্ষণ করো না।"

❐

www.pathagar.com

দাওয়াত ও তাবলীগের পদ্ধতি

কাজের সাফল্য নির্ভর করে সঠিক কর্মপদ্ধতির ওপর। দাওয়াত ও তাবলীগের সুস্পষ্ট কর্মপদ্ধতি থাকতে হবে। যা ছাড়া সফলতা আশা করা যায় না। দাওয়াত ও তাবলীগের দুটি দিক রয়েছে। কর্মনীতি ও কর্মপন্থা।

১. নীতিগত সিদ্ধান্ত আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম ও বিধানের বাইরে নেয়া যাবে না। দুনিয়ায় ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হবে এমন উপায় ও পন্থা গ্রহণ করা যাবে না।

২. আল্লাহ ও মহানবী স. দাওয়াত ও তাবলীগের যে পদ্ধতি অবলম্বন করতে বলেছেন সেই পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

মহানবী স.-এর দাওয়াত ও তাবলীগের পদ্ধতি

মহানবী স. দীর্ঘ ২৩ বছরে দাওয়াত ও তাবলীগের যেসব পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

[১] **একাই দাওয়াতের সূচনা ঃ** ৪০ বছর বয়সে নবুওয়াত প্রাপ্তির পর মহানবী স. একাই দাওয়াতের সূচনা করেন। তার সাথী প্রিয়তমা স্ত্রী, বন্ধু আবু বকর, পালক পুত্র যায়েদ, চাচাত ভাই আলী সূচনাতেই ঈমান গ্রহণ করেন। নিকটতম প্রিয়তম লোকদের নিকট একাই ছুটে যেতেন মহানবী স., আবু বকর রা. সহ নবীন সাহাবীরা।

মক্কার বৈরী পরিবেশে দাওয়াতি কাজ অসম্ভব হলে যায়েদকে নিয়ে একাকীই ছুটলেন তায়েফে। দাওয়াত দিলেন তায়েফবাসীকে।

[২] **দাওয়াতী কাজে গোপনীয়তা ঃ** মহানবী স. নবুওয়াতের প্রথম তিনটি বছর অত্যন্ত গোপনে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করেন। যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তারা তো প্রকাশ করেনি। উদাহরণ নিম্নরূপ ঃ

আবু জামরাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা ইবনে আব্বাস রা. আমাদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে আবু যার-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা অবহিত করবো ? আমরা বললাম, হ্যাঁ অবশ্যই। তখন তিনি বললেন, আবু যার বলেছেন, আমি ছিলাম গিফার গোত্রের লোক, আমাদের এখানে একথা ছড়িয়ে পড়েছে যে, মক্কায় এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে যিনি নিজেকে নবী বলে দাবী করেন। আমি আমার

www.pathagar.com

ভাইকে তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বললাম। যাও তাঁর সাথে আলাপ আলোচনা করে তাঁর বিস্তারিত খবর নিয়ে এসে আমাকে বলো। সে গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাত করে ফিরে এলো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম—কী সংবাদ নিয়ে এলে ? সে বললো, আল্লাহর কসম আমি এমন এক ব্যক্তিকে দেখে এসেছি—যিনি সৎকাজের নির্দেশ করেন এবং মন্দ-কাজ থেকে নিষেধ করেন।

আমি তাকে বললাম ঃ তোমার এ খবরে আমি পরিতৃপ্ত হতে পারলাম না। তারপর এক থলে খাবার ও লাঠি হাতে নিয়ে আমি নিজেই মক্কা অভিমুখে রওয়ানা করলাম। যেহেতু আমি তাঁকে চিনতাম না এবং অত্যাচারের ভয়ে কারো নিকট জিজ্ঞেস করাও সমীচিন মনে করলাম না তাই আমি যমযমের পানি পান করতে এবং মসজিদে হারামে অবস্থান করতে লাগলাম। একদিন (সন্ধ্যে বেলায়) আলী আমার নিকট দিয়ে যাবার কালে আমার প্রতি ইংগিত করে বললো ঃ

মনে হচ্ছে লোকটি বিদেশী ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তবে আমার বাড়ী চলো। আমি তার সাথে চললাম। পথিমধ্যে তিনিও আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করলেন না আর আমিও তাকে কিছু বললাম না। ভোর হলে ঐ লোকটি সম্পর্কে জানার উদ্দেশ্যে আমি মসজিদুল হারামে গিয়ে উপস্থিত হলাম। কিন্তু কেউই তাঁর সম্পর্কে আমাকে কিছু জানাল না।

তারপর সেদিনও আলী রা. আমার নিকট দিয়ে যাবার কালে জিজ্ঞেস করলেন লোকটির নিজের আবাস ঠিক করার সময় কি এখনো হয়নি ? আমি বললাম না, তিনি বললেন, আমার সাথে চলো। (আমি তাঁর সাথে চললাম) অতপর (যেতে যেতে) তিনি আমাকে বললেন, তোমার ব্যাপারটি কি ? কী উদ্দেশ্যে এ শহরে এসেছো ? আমি বললাম ঃ আমার কথা যদি আপনি গোপন রাখেন তবে তা আপনাকে জানাতে পারি। তিনি বললেন, তাই করবো। আমি আমার আগমনের উদ্দেশ্য তাঁকে বর্ণনা করলাম ঃ আমাদের নিকট খবর পৌঁছেছে যে, সম্প্রতি এখানে এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে যিনি নিজেকে নবী বলে দাবী করেন। আমি তাঁর সাথে আলাপ করে তার বিস্তারিত তথ্য জানার জন্যে আমার ভাইকে পাঠালাম। সে এখান থেকে ফিরে গিয়ে যে সংবাদ দিলো তাতে আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনি। তাই আমি নিজেই তাঁর সাথে সাক্ষাত করার মনস্থ করে এখানে আগমন করলাম।

তখন আলী রা. বললেন ঃ তুমি সঠিক পথেই চালিত হয়েছো। আমার মুখ তাঁরই দিকে। অর্থাৎ আমি তাঁর দিকেই অগ্রসর হচ্ছি। অতএব তুমি

www.pathagar.com

আমার অনুসরণ করো। আমি যেখানে প্রবেশ করবো তুমি সেখানে প্রবেশ করবে। আর পথিমধ্যে তোমার জন্য ক্ষতিকর কোনো ব্যক্তিকে দেখতে পেলে আমি আমার জুতা ঠিক করার ভান করে প্রাচীরের কাছে গিয়ে দাঁড়াবো। তুমি কিন্তু চলতেই থাকবে।

তিনি পথ চলতে থাকলেন। আমিও তাঁর সাথে সেখানে পৌঁছলাম। আমি নবী করীম স.-কে বললাম, আমার নিকট ইসলাম পেশ করুন। তিনি পরিষ্কার করে আমাকে ইসলাম বুঝিয়ে দিলেন। আমি তখনই ইসলাম কবুল করলাম।

তিনি আমাকে বললেন, "হে আবু যার! তোমার ইসলাম গ্রহণের কথা আপাতত গোপন রাখবে। তুমি স্বদেশে ফিরে যাও। তারপর আমাদের বিজয়ের খবর পেলে এসে আমাদের সাথে মিলিত হবে।"–বুখারী

৩ সহকর্মীদের সান্ত্বনা দান ও ভবিষ্যত সাফল্যের আশ্বাস ঃ খাব্বাব ইবনে আরত রা. বলেন, একবার আমরা নবী করীম স.-এর নিকট (আমাদের দুর্দশা ও অত্যাচার নির্যাতনের) অভিযোগ করলাম। তখন তিনি তাঁর চাদরটিকে বালিশ বানিয়ে কা'বা ঘরের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমরা তাঁকে বললাম। আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট চান না ? আপনি কি আমাদের জন্য দোয়া করেন না ?

তখন তিনি বললেন ঃ (তোমাদের ওপর আর কি দুঃখ নির্যাতনইবা এসেছে) তোমাদের পূর্বেকার ঈমানদার লোকদের অবস্থা ছিল এই যে, তাদের কারো জন্যে গর্ত খোড়া হতো এবং সে গর্তের মধ্যে তার শরীরের অর্ধাংশ পূতে তাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হতো। অতপর করাত এনে তার মাথার উপর স্থাপন করা হতো এবং তাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হতো। কিন্তু এ অমানুষিক অত্যাচার তাকে তার দীন থেকে ফেরাতে পারতো না। কারো শরীর লোহার চিরুনী দ্বারা আঁচড়িয়ে হাড় পর্যন্ত মাংস ও স্নায়ু তুলে ফেলা হতো। কিন্তু এতেও তাকে তার দীন থেকে ফেরাতে পারতো না।

কসম আল্লাহর! এ দীন অবশ্যই পূর্ণতা লাভ করবে। তখন যে কোনো উষ্ট্রারোহী সানআ থেকে হাযরা মাউত পর্যন্ত দীর্ঘপথ নিরাপদে সফর করবে। এ দীর্ঘ সফরে সে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও ভয় করবে না। এবং মেষ পালের ব্যাপারে নেকড়ে ছাড়া অন্য কারো ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা খুবই তাড়াহুড়া করছো।–বুখারী

৪ কেন্দ্র স্থাপন ঃ মহানবী স. দাওয়াতী কার্যক্রমের জন্য মক্কা ও মদীনায় কেন্দ্র স্থাপন করেন। এ কেন্দ্রগুলো হচ্ছে ঃ মক্কায় দারুল আরকাম

www.pathagar.com

অর্থাৎ আরকামের বাড়ী এবং মদীনায় মসজিদে নববী। এ কেন্দ্রগুলোতে ইসলাম প্রিয় মানুষগুলো সমবেত হতো, রাসূল স. বিভিন্ন পরামর্শ, পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। একটি উদাহরণ ঃ

হযরত উমর রা. তাঁর বোনের কাছে কুরআনের অংশ বিশেষ পাঠ করে বললেন—আমাকে তোমরা মুহাম্মদ স.-এর কাছে নিয়ে চল। উমরের কথা শুনে এতক্ষণ খাব্বাব রা. ঘরের গোপন স্থান থেকে বেরিয়ে এলেন। বললেন, সুসংবাদ উমর ! বৃহস্পতিবার রাতে রাসূলুল্লাহ স. তোমার জন্য দোয়া করেছিলেন। আমি আশা করি তা কবুল হয়েছে। তিনি বলেছিলেন ঃ আল্লাহ উমর ইবনুল খাত্তাব অথবা আমর ইবনে হিশামের দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করো। খাব্বাব রা. আরো বললেন, রাসূল স. এখন সাফার পাদদেশে দারুল আরকামে।

উমর চললেন দারুল আরকামের দিকে। হামযা এবং তালহার সাথে আরো কিছু সাহাবী তখন আরকামের বাড়ীর দরজায় পাহারারত। উমরকে দেখে তারা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। তবে হামযা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আল্লাহ উমরের কল্যাণ চাইলে সে ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলের অনুসারী হবে। অন্যথায় তাকে হত্যা করা আমাদের জন্য খুবই সহজ হবে। রাসূল স. তখন বাড়ীর ভেতরে। তার ওপর তখন ওহী নাযিল হচ্ছিল। একটু পরে তিনি বেরিয়ে উমরের কাছে এলেন। উমরের কাপড় ও তরবারির হাতলের মুট ধরে বললেন, উমর তুমি কি বিরত হবে না ? তারপর দোয়া করলেন, হে আল্লাহ ! উমর আমার সামনে হে আল্লাহ ! উমরের দ্বারা দীনকে শক্তিশালী করো। উমর রা. বলে উঠলেন ! আমি সাক্ষ দিচ্ছি আপনি আল্লাহর রাসূল! ইসলাম গ্রহণ করেই তিনি আহবান জানালেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ুন !-(তাবাকাতুল কুবরা) আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ১ম খণ্ড ৩২ পৃ

[৫] **প্রতিনিধি প্রেরণ ঃ** হজ্জের সময় মদীনা হতে কতিপয় লোক মক্কায় এসে রাসূলুল্লাহ স. এর সাথে গোপনে আকাবায় সাক্ষাত এবং তাঁর ওপর ঈমান এনে বাইয়াত করলো। তারা মদীনায় ফিরে গেল। সেই সাথে তাদের দীনের তালিম দেয়ার এবং অন্যদের নিকট দীনের দাওয়াত পৌছানোর উদ্দেশ্যে মহানবী স. মুসআব রা.-কে প্রতিনিধি হিসেবে মদীনায় পাঠালেন।

মুসআব রা. মদীনায় এসে আসওয়াদ ইবনে যারারার অতিথি হলেন, তাঁরা দু'জন মদীনায় বিভিন্ন গোত্রে বিভিন্ন বাড়ীতে এবং সমাবেশে এক

www.pathagar.com

আল্লাহর দিকে মানুষকে দাওয়াত দিতে লাগলেন। নানা রকম বাধার সম্মুখীন হলেন, কিন্তু বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও ধৈর্যের সাথে সব বাধা তিনি অতিক্রম করেন। একদিন তিনি কিছু লোককে দাওয়াত দিচ্ছেন। হঠাৎ বনী আবদিল আশহালের নেতা উসাইদ ইবনে হুদাইর সশস্ত্র অবস্থায় দারুণ উত্তেজিতভাবে উপস্থিত হলো। তার ভীষণ রাগ সেই ব্যক্তিটির ওপর যে কিনা মুহাম্মদের দূত হিসেবে এখানে এসেছে এবং মানুষকে তাদের পৈত্রিক ধর্মত্যাগ করতে উৎসাহিত করছে। সে তার উপাস্য দেব-দেবীকে গালাগালও করছে। উসাইদের এ রণ মূর্তি দেখে মুসআবের পাশে বসা মুসলমানরা ভয় পেয়ে গেলেন। কিন্তু না, মুসআব ভয় পেলেন না। সহাস্যে উসাইদকে স্বাগতম জানালেন। হাসতে হাসতে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। উসাইদ তখন তাকে ও আসয়াদ ইবনে যারারাকে লক্ষ করে বলছে, তোমরা আমাদের গোত্রীয় এলাকায় এসে এভাবে আমাদের দুর্বল লোকদের বোকা বানাচ্ছ কেন ? যদি তোমাদের মরার সখ না থাকে তাহলে আমাদের এলাকা থেকে বেরিয়ে যাও।

হাসতে হাসতে মুসআব তাকে বললেন ঃ আপনি কি একটু বসে আমার কথা শুনবেন না ? আমার কথা শুনুন। ভাল লাগে মানবেন, ভাল না লাগলে আমরা চলে যাব।

উসাইদ ছিল একজন বুদ্ধিমান লোক। মুসআবের কথা তার মনে লাগলো। এ সময় পবিত্র কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করে নবী মুহাম্মদ স. যে দীন নিয়ে এসেছেন তার ব্যাখ্যা করছেন। আর এদিকে উসাইদের মুখ একটু একটু করে হাস্যোজ্জল হয়ে উঠছে। মুসআব তাঁর বক্তব্য এখনো শেষ করতে পারেননি, এর মধ্যে উসাইদ ও তার সঙ্গী লোকটি বলে বসলো ঃ এতো খুব চমৎকার ও সত্য কথা। তোমাদের দীনে প্রবেশ করতে গেলে কি করতে হয় ? মুসআব বললেন, শরীর ও পোশাক পবিত্র করে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এ সাক্ষ দিতে হয়।

উসাইদ উঠে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর যখন সে ফিরে এলো তখন তার মাথার চুল থেকে টপ টপ করে পানি পড়ছে। দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা করলেন ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ

এ খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো, সাদ ইবনে মুয়ায ও সাদ ইবনে উবাদা ছুটে এলেন মুসআবের নিকট। তারা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। এসব নেতৃবৃন্দের ইসলাম গ্রহণের পর সাধারণ মদীনাবাসী বলাবলি করতে লাগলো। আমরা পেছনে পড়ে থাকবো কেন চল যাই মুসআবের কাছে ইসলাম গ্রহণ করি।–আসহাবে রাসূলের জীবন কথা ১ম খণ্ড ২১৬-২১৭

www.pathagar.com

[৬] **আপ্যায়ন** ঃ নবুওয়াতের তৃতীয় বছরে রাসূলে করীম স. হুকুম দিলেন আলীকে, কিছু লোকের আপ্যায়নের ব্যবস্থা কর। আবদুল মুত্তালিব খান্দানের সব লোক উপস্থিত হলো। আহার পর্ব শেষে রাসূল স. তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, আমি এমন জিনিস নিয়ে এসেছি, যা দীন ও দুনিয়া উভয়ের জন্য কল্যাণকর। আপনাদের মধ্যে কে আমার সঙ্গী হবে ? সকলেই নিরব। হঠাৎ আলী রা. বলে উঠলেন যদিও আমি অল্প বয়স্ক চোখের রোগে দুর্বল দেহ, আমি সাহায্য করবো আপনাকে।"–আসহাবে রাসূলের জীবন কথা ১ম খণ্ড-৪৭ পৃঃ

[৭] **সমাবেশ** ঃ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেছেন ঃ যখন পবিত্র কুরআনের এ আয়াত অবতীর্ণ হলো ঃ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ـ–"আপনি আপনার নিকটতম আত্মীয় বর্গকে সতর্ক করুন।"

তখন হুজুর স. একদিন সাফা পাহাড়ে আরোহণ করলেন এবং (এই বলে ডাকলেন) হে বনী ফিহর! হে বনী আদি! এরূপ কুরাইশ বংশীয় গোত্রসমূহকে ডাকলেন। তারা সকলে তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে তথায় উপস্থিত হলো। এমনকি কোনো কোনো গোত্রের সর্দার উপস্থিত হতে সক্ষম না হওয়ায় তার প্রতিনিধি পাঠালেন, তথায় যখন কুরাইশ সরদারগণ উপস্থিত হলো নবী স.তাদেরকে বললেন ঃ আমি যদি বলি একদল শত্রু সৈন্য নিকটবর্তী উপত্যকায় তোমাদের ওপর আক্রমণ করার জন্য সমুপস্থিত তোমরা কি আমার কথায় বিশ্বাস করবে ?

সরদারগণ সকলে সমস্বরে বললো ঃ হ্যাঁ, কারণ তোমাকে আমরা কখনো সত্য বৈ মিথ্যা বলতে শুনিনি। হুজুর স. বললেন, কঠিন যন্ত্রণাদায়ক আযাব আসার পূর্বেই আমি তোমাদের সতর্ক করছি।

তখন আবু লাহাব বললো—"তোমার সর্বনাশ হোক। তুমি কি আমাদের একথা শুনাবার জন্য একত্র করেছো ? আবু লাহাবের এ উক্তির প্রতিবাদে "সূরা লাহাব" নাযিল হয় ঃ

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ○ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ○

"ভেঙ্গে গেছে আবু লাহাবের দু'হাত এবং সে নিজেও। তার ধন-সম্পদ এবং সে যা উপার্জন করেছে তা তার কোনো কাজে আসেনি।"

[৮] **সত্য ভাষণ** ঃ সত্য ভাষণ আকৃষ্ট করেছে সত্য প্রিয় মানুষদের, মহানবী স. দীনের ব্যাপারে আপোষহীন মনোভাব নিয়ে সত্য ভাষণ উপস্থাপন করেছেন। কুরআনের ভাষণ উপস্থাপন করেছেন।

www.pathagar.com

একদা মক্কার কুরাইশরা পরামর্শ করলো এবং সিদ্ধান্ত নিল যে, আমাদের মধ্যে সর্বাধিক বাক পটু, চতুর, পণ্ডিত শ্রেণীর এক ব্যক্তিকে নির্বাচন করা হোক, যে মুহাম্মাদের সাথে আপোষ করবে সে মতে ওতবা বিন রাবিয়াকে নিযুক্ত করা হলো। ওতবা নবীজীর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো—"আপনি একটি কথার উত্তর দিন—আপনি উত্তম, না আপনার পিতা আবদুল্লাহ উত্তম ছিলেন ? আপনি উত্তম না আপনার দাদা আবদুল মোত্তালেব উত্তম ছিলেন ? নবীজী এসব প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। ওতবা আবার বললো, যদি তারা উত্তম হয়ে থাকেন তাহলে আপনি যার নিন্দা করেন তাঁরা তারই সেবায়েত ছিলেন। আর যদি নিজেকে উত্তম মনে করেন তবে তা স্পষ্ট করে বলুন। আপনার মত এমন পুত্র দেখিনি। যে নিজ বংশের দুর্ভাগ্যের কারণ হয়। যে ঐক্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে। পূজনীয়দের নিন্দা করে। আপনি সমগ্র আরবে আমাদের লজ্জিত করেছেন। সর্বত্র একথা ছড়িয়েছে। কুরাইশদের মধ্যে একজন যাদুকর ও পাগল আছে ইত্যাদি। এখন আমার একটা কথা শুন ! তোমার সামনে কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করছি। তা চিন্তা ও বিবেচনা করে দেখ। হয়তো তার যে কোনো একটি প্রস্তাব মেনে নিতে পারবে।

নবী করীম স. এর জবাবে বললেন ঃ হে ওলীদের পিতা! আপনি বলুন আমি শুনছি। তখন সে বললো, ভাইপো তুমি এই যে কাজ শুরু করেছ, এর দ্বারা যদি তোমার ধন মাল লাভ করাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে আমরা সকলে একত্রিত হয়ে তোমাকে এত বেশী ধন-সম্পদ দান করব যার ফলে তুমি আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী মালদার ও ধনী ব্যক্তি হতে পারবে। আর এর দ্বারা যদি নিজে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চাও তাহলে বল, আমরা তোমাকে আমাদের সরদার ও নেতা বানিয়ে নেব। তোমার কথা ছাড়া কোনো বিষয়েই ফায়সালা হতে পারবে না। আর যদি বাদশাহ হতে চাও তাহলে আমরা তোমাকে বাদশা বানিয়ে নিব। আর যদি তোমার ওপর কোনো জ্বীনের প্রভাব পড়ে থাকে, যাকে তুমি নিজে তাড়াতে পার না, তাহলে আমরা সুদক্ষ চিকিৎসকদের ডেকে আনব এবং নিজেদের খরচেই তোমার চিকিৎসা করাব।

উতবার কথা নবী স. চুপচাপ শুনছিলেন। পরে তিনি বললেন! আবু ওয়ালীদ! আপনার যা কিছু বলবার তা বলেছেন ? সে বললো—হ্যাঁ বলেছি। তখন তিনি বললেন ঃ "আচ্ছা, এখন আমার কথা শুনুন," এ সময় তিনি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম পরে সূরা হামীম আস সাজদা প্রথম থেকে পড়া শুরু করলেন। আর উতবা নিজের দু'খানা হাত পেছনে টেক লাগিয়ে গভীর মনোনিবেশ সহকারে শুনতে লাগলো এই সূরার সিজদার আয়াত ৩৮

www.pathagar.com

পর্যন্ত পৌঁছে নবী করীম স. সিজদা করলেন, পরে মাথা উঠিয়ে বললেন, "হে আবুল ওয়লীদ! আমার জওয়াব আপনি শুনতে পেলেন। এখন আপনি জানেন আর আপনার কাজ।"

অতপর উতবা উঠে তার সঙ্গী সাথীদের কাছে ফিরে গেল। সঙ্গীরা তাকে দেখে পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো, "উতবা এক রকম চেহারা নিয়ে গিয়েছিলো এখন ভিন্ন রকম চেহারা নিয়ে ফিরে আসছে।"

দলবলের মধ্যে গিয়ে বসতেই সবাই তাকে জিজ্ঞেস করলো। "হে আবুল ওয়ালীদ ! আপনার খবর কি ?"

উতবা বললো, "আমি এমন এক বাণী শুনেছি যা আর কখনো শুনিনি। হে কুরাইশগণ ! সত্যিই তা কবিতাও নয়। যাদুও নয়। কোন জ্যোতিষীর কথাও নয়, তোমরা আমার কথা শোনো এবং এই ব্যাপারটি আমার ওপর ছেড়ে দাও। তার সাথে কোনো সংশ্রব রেখো না। আমি নিশ্চিত যে, মুহাম্মদ যে কথা প্রচারে নিয়োজিত, তা ভবিষ্যতে আলোড়ন তুলবে। আরবরা যদিও তার বিপর্যয় ঘটায় তাহলে তোমরা অন্যের সাহায্যে তার হাত থেকে রক্ষা পেলে। আর যদি সে আরবদের ওপর জয়যুক্ত হয় তাহলে তার রাজত্ব তোমাদেরই রাজত্ব হবে, তার মর্যাদা তোমাদেরই মর্যাদার কারণ হবে। তার কারণে তোমরা হবে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবান জনগোষ্ঠী।"

একথায় সবাই এক বাক্যে বলে উঠলো, "মুহাম্মদ এবার তোমাকে যাদু করেছে।" উতবা বললো—"এটা আমার অভিমত, এখন তোমরা যা ভাল বুঝ কর।"–সীরাতে ইবনে হিশাম ঃ ৭০ পৃ.

৯ **বাইয়াত ঃ** হজ্জ কিংবা অন্য কোনো উপলক্ষে মক্কায় কিছু লোক সমবেত হলেই তিনি তাদের কাছে যেতেন। এভাবে প্রত্যেক গোত্রের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতেন। তাঁর কাছে আগত খোদায়ী রহমত ও হিদায়াত গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাতেন। যে কোনো নামকরা ও গণ্যমান্য আরব মক্কায় এসেছে জানতে পারলেই তিনি তার কাছে যেতেন এবং আল্লাহর দীনের দাওয়াত দিতেন।

নবুওয়াতের একাদশ বছরে মদীনা থেকে আগত খাজরাজ গোত্রীয় ছয়জন লোককে মক্কা থেকে দুই মাইল দূরে অবস্থিত আকাবা নামক স্থানে পেলেন। রাসূলুল্লাহ স. খাজরাজ গোত্রের দলটির সাথে আলাপ আলোচনা করলেন এবং তাদেরকে আল্লাহর দীনের দাওয়াত দিলেন। তারা একে অপরকে বলতে লাগলো ঃ "আল্লাহর শপথ! ইনিই তো সেই নবী যার কথা বলে ইহুদীরা আমাদেরকে হুমকি দেয় ও শাসায়। এখন ইহুদীদেরকে

www.pathagar.com

কিছুতেই আমাদের আগে ইসলাম গ্রহণের সুযোগ দেয়া উচিত হবে না।" এরূপ চিন্তার বশবর্তী হয়ে তারা তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহ স.-এর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করলো।

তারা বললো ঃ "আমরা আমাদের সম্প্রদায়কে এক ভয়ঙ্কর শত্রুর মুখে অসহায় অবস্থায় রেখে এসেছি। আমরা আশা করি আল্লাহ আমাদের গোটা সম্প্রদায়কে আপনার সমর্থক করে দেবেন। আমরা তাদের কাছে ফিরে গিয়ে আপনার দাওয়াত তাদের কাছেও পৌঁছাবো। আজ যে জীবন ব্যবস্থাকে আমরা গ্রহণ করলাম সেটা তাদের কাছেও তুলে ধরবো। আল্লাহ যদি আপনার সমর্থক বানিয়ে দেন তাহলে আপনার চেয়ে সম্মানিত ও পরাক্রান্ত কেউ থাকবে না।–সীরাতে ইবনে হিশাম ঃ ১১৫ পৃ.

পরের বছর ৭৩ জন মদীনাবাসী আকাবায় পুনরায় হুজুরের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। যার ফলে ইসলামের সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়ে মদীনায়। মদীনার প্রতিটি ঘরে ইসলামের আওয়াজ প্রবেশ করে।

১০ হিজরত আত্মরক্ষামূলক দাওয়াত দান পদ্ধতি ঃ রাসূলুল্লাহ স. দেখলেন একদিকে তাঁর সাহাবীদের ওপর অসহনীয় নির্যাতন চলছে। অপর দিকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বিশেষ মর্যাদা লাভ এবং আবু তালিবের সহায়তা লাভের কারণে তিনি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জীবন যাপন করছেন। অথচ তিনি তাঁদের ওপর আপতিত যুলুমকে কিছু মাত্র রোধ করতে পারছেন না। এ অবস্থায় তিনি সাহাবীদেরকে বললেন—"তোমরা যদি আবিসিনিয়ায় চলে যাও মন্দ হয় না। সেখানে একজন রাজা আছেন যার রাজত্বে কারো ওপর যুলুম নিপীড়ন হয় না। ঐ দেশটা সত্য ও ন্যায়ের আশ্রয়স্থল। যতদিন এ অসহনীয় পরিস্থিতি থেকে আল্লাহ তোমাদের মুক্ত না করেন ততদিন সেখানে অবস্থান করো।" এ উপদেশ অনুসারে সাহাবীগণ কুফুরীতে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হবার আশংকায় এবং নিজের দীন ও ঈমানকে বাঁচানোর তাগিদে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণের জন্য আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন।

রাসূলুল্লাহ স.-এর সহধর্মিনী উম্মে সালমা রা. বিনতে আবু উমাইয়া ইবনে মুগীরা বলেন, আমরা আবিসিনিয়ায় গিয়ে উপস্থিত হবার পর একজন উত্তম প্রতিবেশী পেলাম। তিনি স্বয়ং নাজ্জাশী। আমরা আমাদের দীনের ব্যাপারে পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করলাম। নির্বিঘ্নে আল্লাহর ইবাদাত করতে লাগলাম। কোনো কষ্টদায়ক ব্যবহারও কেউ করছিল না এবং কোনো অপ্রীতিকর কথাও আমাদের শুনতে হচ্ছিল না। কুরাইশগণ একথা

www.pathagar.com

জানতে পেরে সিদ্ধান্ত নিল যে, নাজ্জাশীর কাছে মক্কার দুর্লভ ও নয়নাভিরাম জিনিস উপঢৌকন পাঠাবে। নাজ্জাশীর কাছে মক্কা থেকে যেসব জিনিস আসতো তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম জিনিস বিবেচিত হতো সেখানকার চামড়া। তাই তাঁর জন্য কুরাইশরা প্রচুর চামড়া সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দিল।

নাজ্জাশীর রাজ কর্মচারী ও দরবারীদের কাউকেই তারা উপহার দিতে বাদ রাখেনি। এসব উপহার উপঢৌকন সহকারে আবদুল্লাহ ইবনে রবীআ ও আমর ইবনুল আসকে পাঠালো এবং তাদের করণীয় কাজ তাদেরকে বুঝিয়ে দিল। তারা তাদেরকে বলে দিল, "মুহাজিরদের সম্পর্কে নাজ্জাশীর সাথে কথা বলার আগে তোমরা প্রত্যেক দরবারী ও রাজকর্মচারীকে উপঢৌকন দেবে। অতপর নাজ্জাশীকে উপঢৌকন দিয়ে অনুরোধ করবে, তিনি যেন মুহাজিরদেরকে তোমাদের হাতে সমর্পণ করেন এবং সমর্পণ করার আগে তাদের সাথে যেন কোনো কথা না বলেন।

এরপর তারা রওয়ানা হলো এবং নাজ্জাশীর কাছে এসে উপনীত হলো, তখন আমরা উত্তম প্রতিবেশীর কাছে উত্তম বাসস্থানে বসবাস করছি। নাজ্জাশীর সাথে কথাবার্তা বলার আগে তারা প্রতিটি দরবারী ও রাজ কর্মচারীকে উপঢৌকন দিল। তাদের প্রত্যেককে তারা বললো ঃ "আমাদের দেশ থেকে কতগুলো বেকুব যুবক বাদশাহর রাজ্যে এসে আশ্রয় নিয়েছে। তারা নিজ জাতির ধর্ম ত্যাগ করেছে অথচ আপনাদের ধর্মও গ্রহণ করেনি। তারা এক নতুন উদ্ভট ধর্ম তৈরী করেছে। সে ধর্ম আপনাদের ও আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। জাতির সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত লোকেরা আমাদেরকে বাদশাহর কাছে পাঠিয়েছেন যেন তিনি ওদেরকে ওদের স্বজাতির কাছে ফেরত পাঠান। আমরা যখন বাদশাহর সাথে কথা বলবো তখন আপনারা বাদশাহকে ওদের ফেরত পাঠাতে ও ওদের সাথে কোনো কথা না বলতে পরামর্শ দেবেন। কেননা তাদের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে তাদের জাতিই সবচেয়ে ভাল জানে। দরবারীরা সবাই এতে সম্মতি জানাল।

অতপর তারা নাজ্জাশীকে উপঢৌকন দিল এবং তিনি গ্রহণ করলেন। অতপর তারা তাঁর সাথে কথা বলতে শুরু করলো। তারা বললো ঃ "হে বাদশাহ, আমাদের দেশ থেকে কতিপয় নির্বোধ যুবক আপনার দেশে আশ্রয় নিয়েছে। তারা তাদের স্বজাতির ধর্মত্যাগ করেছে এবং আপনার ধর্মও গ্রহণ করেনি। তারা এক উদ্ভট ধর্ম উদ্ভাবন করে নিয়েছে যা আপনার ও আমাদের কাছে অজ্ঞাত। তাদের ব্যাপারে আপনার কাছে তাদের কওমের সবচেয়ে সম্মানিত লোকেরা আমাদেরকে দূত হিসেবে পাঠিয়েছেন। তাঁরা তাদের মুরব্বী ও আত্মীয় স্বজন। ওদেরকে ফেরত পাঠানোর অনুরোধ নিয়েই

www.pathagar.com

আমরা এসেছি। তাদের কি দোষ-ত্রুটি আছে সে সম্পর্কে তাদের মুরুব্বীরা ও আত্মীয়রাই সমধিক অবগত।

উম্মে সালমা রা. বলেন, নাজ্জাশী মুহাজিরদের বক্তব্য শুনুক এটা আবদুল্লাহ ইবনে আবু রবীয়া ও আমর ইবনুল আসের কাছে সবচেয়ে অবাঞ্ছিত ব্যাপার ছিল। রাজার দরবারীরা রাজাকে বললো, "হে বাদশাহ·ওরা দু'জন ঠিকই বলেছে। তাদের জাতিই তাদের দোষ-ত্রুটি ভালো জানে। কাজেই ওদেরকে এ দূতদ্বয়ের হাতে সমর্পণ করে দিন। ওরা ওদেরকে স্বদেশ ও স্বজাতির কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাক।"

নাজ্জাশী ভীষণ রেগে গেলেন। তিনি বললেন ঃ "না এ পরিস্থিতিতে আমি তাদেরকে দূতদ্বয়ের হাতে সমর্পণ করবো না। এক দল লোক আমার সান্নিধ্যে বাস করছে। তারা আমার দেশে অতিথি হয়েছে। তারা অন্যত্র না গিয়ে আমার কাছে আসাকে অগ্রগণ্য মনে করেছে। আমি তাদেরকে ডাকবো এবং এ আগন্তুকদ্বয়ের বক্তব্য সম্পর্কে তাদের বক্তব্যও শুনবো। যদি দেখি, ওরা দু'জন যেরূপ বলছে, আশ্রিতরা সত্যিই তদ্রূপ তাহলে ওদেরকে সমর্পণ করবো। এবং তাদের স্বজাতির কাছে ফেরত পাঠাবো। অন্যথায় পাঠাবো না। যতদিন তারা আমার কাছে থাকতে চাইবে সাদরে রাখবো।"

উম্মে সালমা রা. বলেন, অতপর নাজ্জাশী রাসূলুল্লাহ স.-এর সাহাবীদের ডেকে পাঠালেন। নাজ্জাশীর বার্তাবাহক যখন মুহাজিরদের ডাকতে গেল তখন সবাই পরামর্শে বসলেন, একে অপরকে জিজ্ঞেস করলেন, বাদশাহর কাছে গিয়ে কি বলা যাবে। সবাই এক বাক্যে বললেন, "আমরা যা জানি এবং আমাদের নবী যা নির্দেশ দিয়েছেন তাই বলবো, তাতে পরিণতি যা হয় হবে।"

তাঁরা দরবারে এলেন। নাজ্জাশী তার আগেই ধর্মযাজকদের ডেকে হাজির করে রেখেছেন। তারা বাদশাহর সামনে ইনজিল খুলে বসেছেন। বাদশাহ তাদের জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের সে ধর্মটা কি যা গ্রহণ করে তোমরা নিজ জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছো এবং আমার ধর্ম বা অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করোনি ?"

জাফর ইবনে আবু তালিব রা. উত্তরে বললেন, হে বাদশাহ! আমরা ছিলাম অজ্ঞ জাতি। আমরা মূর্তিপূজা করতাম, মৃত জন্তুর গোশত খেতাম এবং অশ্লীল ও খারাপ কাজে লিপ্ত থাকতাম। আমরা নিকট আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম। প্রতিবেশীকে অবজ্ঞা করতাম এবং আমাদের মধ্যে

www.pathagar.com

যে সবল সে দুর্বলের হক আত্মসাত করতো। এমতাবস্থায় আল্লাহ আমাদের কাছে আমাদের মধ্য থেকেই এক ব্যক্তিকে নবী করে পাঠালেন। আমরা তাকে সম্ভ্রান্ত বংশীয় ও সত্যবাদী বলে জানি এবং বিশ্বস্ত ও সচ্চরিত্র রূপে তাঁকে দেখেছি। তিনি আমাদেরকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাঁর একত্বে বিশ্বাস করার আহবান জানালেন। আমরা আল্লাহকে ছাড়া অন্য যেসব বস্তু তথা পাথর মূর্তি ইত্যাদির পূজা করতাম তা তিনি ছাড়তে বললেন। তিনি সত্য কথা বলা, আমানত রক্ষা করা, আত্মীয়ের সাথে সদাচরণ করা, প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার করা এবং নিষিদ্ধ কাজ ও রক্তপাত থেকে বিরত থাকার আদেশ দিলেন। তিনি আমাদের অশ্লীল কাজ করতে, মিথ্যা কথা বলতে, ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাত করতে ও নিরপরাধ নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করতে নিষেধ করলেন। আমাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদাত করতে ও তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করতে বললেন। নামায পড়তে ও যাকাত দিতে বললেন, এভাবে জাফর বিধানগুলো একে একে তুলে ধরলেন।

জাফর রা. আরো বললেন, "আমরা তার এ আহ্বানে সড়া দিয়ে তাঁর প্রতি ঈমান আনলাম। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব বিধান দিলেন তার অনুসরণ করতে লাগলাম। এক আল্লাহর ইবাদাত করতে লাগলাম এবং তার সাথে কাউকে শরীক করলাম না। তিনি যেসব জিনিস হারাম ঘোষণা করলেন আমরা তা থেকে বিরত রইলাম আর যেসব জিনিস হালাল ঘোষণা করলেন আমরা তা হালাল বলে মেনে নিলাম। এতে আমাদের জ াতি আমাদের শত্রু হয়ে গেল। তারা আমাদের ওপর নির্যাতন চালাতে লাগলো এবং আমাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদাত থেকে মূর্তি পূজায় ফিরিয়ে নেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো, তারা আমাদের ওপর চাপ দিতে লাগলো যাতে আমরা ঘৃণ্য অপকর্মগুলোকে আবার হালাল মনে করে নেই। তারা যখন এভাবে আমাদের ওপর পরাক্রান্ত হয়ে উঠলো, যুলুম নির্যাতন দ্বারা আমাদের জীবন দুর্বিসহ করে তুললো এবং আমাদের মনোনীত ধর্ম পালনে বাধা দিতে লাগলো, তখন আমরা আপনার দেশে এসে আশ্রয় নিলাম। অন্যদের চেয়ে আপনাকেই উত্তম মনে করলাম এবং আপনার প্রতিবেশী হয়ে থাকতে আগ্রহী হলাম। হে বাদশাহ! আমাদের আশা এই যে, আপনার কাছে অত্যাচারের শিকার হবো না।

নাজ্জাশী তাকে বললেন, "তোমাদের নবী আল্লাহর যে বাণী নিয়ে এসেছেন তার কোনো অংশ কি তোমার কাছে আছে?" জাফর বললেন, হ্যাঁ, আছে। নাজ্জাশী বললেন, "আমাকে পড়ে শোনাও।" জাফর সূরা

www.pathagar.com

মারইয়ামের প্রথম থেকে কতিপয় আয়াত পড়ে শোনালেন। আয়াতগুলো শুনে নাজ্জাশী কাঁদতে লাগলেন। তাঁর দাড়ি অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। তাঁর সাথে সাথে ধর্মযাজকরাও কাঁদতে কাঁদতে ইনজিল ভিজিয়ে ফেললেন।

এরপর নাজ্জাশী বললেন, "আমি নিশ্চিত যে, এ বাণী এবং ঈসার কাছে যে বাণী আসতো উভয় একই উৎস থেকে নির্গত। হে কুরাইশ দূতদ্বয়! তোমরা বিদায় হও। আমি কিছুতেই ওদেরকে তোমাদের হাতে সমর্পণ করবো না। ওরা এখানেই থাকবে।"

উম্মে সালমা রা. বলেন, দরবার থেকে বেরিয়ে আমর ইবনুল আস বললেন, "আল্লাহর শপথ, আগামী কাল আমি আবার নাজ্জাশীর কাছে আসবো। তখন তাকে এমন কথা বলবো যা আশ্রিত মুসলমানদের সমূলে উৎখাত করে দেবে।" আবদুল্লাহ ইবনে আবু রবীয়া আশ্রিত মুসলমানদের ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত সংযত ছিলেন, তিনি বললেন, "এরূপ করো না। যদিও তারা আমাদের বিরোধী তথাপি আমাদের এতদূর যাওয়া ঠিক হবে না। কারণ তাদের বহু রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় স্বজন রয়েছে। আমর ইবনুল আস বললেন, আমি নাজ্জাশীকে জানাবো যে, মুসলমানরা হযরত ঈসা ইবনে মারইয়ামকে স্রেফ আল্লাহর বান্দা বলে বিশ্বাস করে।

পরদিন আমর নাজ্জাশীর দরবারে পুনরায় হাজির হয়ে তাকে বললেন, "হে বাদশাহ! আশ্রিতরা ঈসা ইবনে মারইয়াম সম্পর্কে একটা মারাত্মক কথা বলে থাকে। আপনি ওদের ডাকুন এবং ঈসা আ. সম্পর্কে তাদের মতামত কি তা জিজ্ঞেস করে দেখুন।"

বাদশাহ আবার মুসলমানদেরকে দরবারে ডাকলেন, ঈসা আ. সম্পর্কে তাদের মতামত জিজ্ঞেস করার জন্য। উম্মে সালমা রা. বলেন, এবারে আমরা সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হলাম, মুসলমান মুহাজিররা আবার পরামর্শের জন্য সমবেত হলেন। সবার সামনে এখন নতুন প্রশ্ন, বাদশাহ ঈসা আ. সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে কি বলবো। অবশেষে সবাই স্থির করলেন যে, আল্লাহ যা বলেছেন এবং আমাদের নবী যে সত্য ধারণা দিয়েছেন, আমরা ঠিক তাই বলবো, ফলাফল যা হবার হবে।

মুহাজিররা দরবারে হাজির হলে তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ

তোমরা মারইয়ামের পুত্র ঈসা—সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ কর ? জাফর ইবনে আবু তালিব বললেন, "আমাদের নবী স. তাঁর সম্পর্কে যে ধারণা দিয়েছেন, আমরা তাতেই বিশ্বাস করি। তিনি বলেছেন, ঈসা আ. আল্লাহর বান্দা, তাঁর রাসূল, তারই ফুঁকে দেয়া আত্মা এবং তাঁরই বাণী যা তিনি কুমারী ও পুরুষদের স্পর্শমুক্ত মারইয়ামের ওপর নিক্ষেপ করেছিলেন।"

www.pathagar.com

একথা শোনামাত্র নাজ্জাশী প্রবল উচ্ছ্বাস বসে মাটিতে হাত চাপড়িয়ে একখানা ক্ষুদ্র কাঠি হাতে নিলেন এবং বললেন, "আল্লাহর শপথ তুমি যা বলেছো তার সাথে মারইয়ামের পুত্র ঈসার এ কাঠির পরিমাণ পার্থক্যও নেই।"

বাদশাহর একথা বলার সময় পার্শ্বস্ত দরবারীরা ক্রোধবশে ফিস ফিস করে কি যেন বললো, বাদশাহ তা শুনে বললেন, "যতই ফিস ফিস করো না কেন, আমার মত অপরিবর্তিত থাকবে। হে মুহাজিরগণ ! তোমরা এখন নিজ নিজ বাসস্থানে চলে যাও। আমার রাজ্যে তোমরা সম্পূর্ণ নিরাপদে ও নিশ্চিন্তে বাস করতে থাক। যে তোমাদের গালাগাল করবে তাকে জরিমানা করা হবে। তোমাদের কোনো একজনকেও কষ্ট দিয়ে আমি যদি পাহাড় সমান স্বর্ণ লাভ করি। তথাপি আমি তা করা পসন্দ করি না। হে রাজকর্মচারীগণ! তোমরা এ দূতদ্বয়ের দেয়া উপঢৌকনগুলো ফিরিয়ে দাও। ওগুলোতে আমার কোনো প্রয়োজন নেই।"

উম্মে সালমা রা. বলেন, "এরপর কুরাইশ দূতদ্বয় চরম লাঞ্ছনার গ্লানি মাথায় নিয়ে ফিরে গেলেন। তাদের আনা উপঢৌকনও ফেরত দেয়া হলো। আমরা তাঁর কাছে অত্যন্ত নিরুদ্বেগ আবাসিক পরিবেশে ও পরম সুজন প্রতিবেশীর সাহচর্যে বসবাস করতে লাগলাম।"–সীরাতে ইবনে হিশাম ঃ ৮০-৮৪

মদীনায় হিজরত করেন মহানবী স. এবং সাহাবীগণ ইসলামের চূড়ান্ত দাওয়াতের বিস্তার এ মদীনায় হিজরত করার মাধ্যমেই হয়।

১১ চুক্তি ও সন্ধি ঃ চুক্তি ও সন্ধি ছিল দাওয়াত ও তাবলীগের অন্যতম কৌশল। মহানবী স.-এর মাধ্যমে একদিকে যেমন বিরোধিতা থেকে নিরাপদ রয়েছেন অন্য দিকে নির্বিঘ্নে দাওয়াতী কাজ পরিচালনার সুযোগ পেয়েছেন। মানুষ রাসূলের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছে। বিস্তার লাভ করেছে ইসলাম। এর মধ্যে "মদীনার সনদ" ও "হুদায়বিয়ার সন্ধি" উল্লেখযোগ্য।

হুদায়বিয়ার সন্ধিকে আল্লাহ সুস্পষ্ট বিজয় বলে উল্লেখ করেছেন ঃ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ۝ لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ۝

"হে নবী! আমি তোমার জন্য সুস্পষ্ট বিজয়ের উদ্বোধন করেছি। যেন আল্লাহ তোমার আগের ও পেছনের সকল গুনাহ মাফ করে দেন, তোমার ওপর তার নিয়ামত পূর্ণ করেন এবং তোমাকে নির্ভুল পথে চালিত করেন।"–সূরা ফাত্হ ঃ ১-২

www.pathagar.com

ইমাম যুহরী র. বলেন ঃ পূর্বে ইসলামের যতগুলো বিজয় অর্জিত হয়েছে তার মধ্যে এটিই (হুদাইবিয়ার সন্ধি) ছিল সবচেয়ে বড় বিজয়। আগে মানুষ বিপক্ষের মুখোমুখি হলেই যুদ্ধে লিপ্ত হতো। কিন্তু সন্ধি হলে যুদ্ধের অবসান ঘটলো। আর তার ফলশ্রুতিতে লোকজন পরস্পরের সাথে নির্ভয়ে মেলামেশা ও আলাপ আলোচনা করার সুযোগ পেল। ফলে ইসলাম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। এ সময় এমন অবস্থা হলো যে, সামান্য কাণ্ডজ্ঞান ছিল এমন ব্যক্তির সামনে ইসলাম সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করলেই সে ইসলাম গ্রহণ করতো। সন্ধি পরবর্তী দুই বছরে যারা ইসলাম গ্রহণ করে তাদের সংখ্যা সন্ধি পূর্ব ইসলাম গ্রহণকারীদের মোট সংখ্যার কমতো নয়ই বরং বেশী।

ইবনে হিশাম বলেন, যুহরীর এ উক্তির সপক্ষে প্রমাণ এই যে, রাসূলুল্লাহ স. হুদায়বিয়াতে গিয়েছিলেন ১৪০০ মুসলমানকে সাথে নিয়ে। এর মাত্র দু'বছর পরে তিনি যখন মক্কা বিজয়ে যান তখন তাঁর সাথে ছিল ১০,০০০ (দশ হাজার) মুসলমান।"–সীরাতে ইবনে হিশাম ঃ ২৪ পৃ

১২ পত্র ঃ অবিরাম মৌখিক উপদেশ দান ও সতর্কীকরণের পাশাপাশি আশেপাশের রাজা-বাদশাহ, গোত্রপতি এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের বরাবরে পত্রের মাধ্যমে আল্লাহর দীনের প্রতি দাওয়াত দিয়েছেন। এসব পত্র তাফসীর, নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থ, সীরাত ও ইতিহাস গ্রন্থে সংরক্ষিত হয়েছে। এসব পত্রের সংখ্যা শতাধিক ; নিম্নে কয়েকটি পত্রের নমুনা পেশ করা হলো ঃ

হাবশার অধিপতি নাজ্জাশীর প্রতি পত্র

আধুনিক বিশ্ব মানচিত্রে প্রাচীন হাবশা বা আবিসিনিয়া বর্তমানে ইথিওপিয়া নামে পরিচিত। আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে লোহিত সাগরের অপরপারে এর অবস্থান। পূর্ব আফ্রিকার এ দেশটির আয়াতন প্রায় তিন লক্ষ বর্গমাইল। এ অঞ্চলের লোকজন তখন খৃস্টান ছিল।

নবী করীম স.-এর যুগে হাবশার সম্রাট (নাজ্জাশী) ছিলেন, আসহামা নামীয় এক মহৎ প্রাণ ব্যক্তি। নবুওয়াতের পঞ্চম সনে (৬১৪ খৃ.) হযরত ওসমান রা.-এর নেতৃত্বে একদল মুসলমান মক্কা থেকে হাবশায় হিজরত করেন তত্ত্বানুসন্ধানী ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টিতে এ হিজরতের কারণ দ্বিবিধ ঃ

১. মক্কায় ইসলাম প্রচারে কিছুটা গতিবেগ সৃষ্টির পর নিরীহ শান্তি প্রিয় মুসলমানদের ওপর অকথ্য নির্যাতন শুরু হয়। নির্যাতন থেকে রক্ষা পাওয়ার

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যে মুসলমানদের একটি দলকে লোহিত সাগরের অপর পারে অবস্থিত হাবশাতে চলে যাওয়ার জন্য নবী নির্দেশ দিয়েছিলেন।

২. মহাচীনের উপকূল থেকে শুরু করে পাক ভারতীয় উপমহাদেশ হয়ে সুদূর মিশর পর্যন্ত বিস্তৃত সামুদ্রিক বাণিজ্যের যে বিশাল নৌপথটিতে অহরহ বাণিজ্য বহর যাতায়াত করতো, এ পথে একটি উল্লেখযোগ্য নৌবন্দর ছিল হাবশা। এমনকি মালাককা প্রণালী হয়ে যেসব নৌবহর ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে পারস্য উপসাগরে প্রবেশ করতো হাবশা বন্দর সেগুলোরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিরতি স্থল ছিল।

সে মতে হাবশা বন্দরে ইসলামের প্রচার শুরু করা গেলে এ খবর বাণিজ্য বহরের মাধ্যমে একদিকে ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে চীন উপকূল এবং অপর দিকে মিশর ও পারস্য পর্যন্ত ছড়িয়ে দেয়ার সুযোগ ছিল। উল্লেখ্য, তখন কোনো খবর দেশান্তরে ছড়িয়ে দেয়ার প্রধান মাধ্যমই ছিল বাণিজ্য কাফেলাগুলো। নবুওয়াতের পঞ্চম সনে হযরত উসমানের ন্যায় প্রাজ্ঞ ও প্রভাব শালী সাহাবীর নেতৃত্বে মুসলমানদের একটি জামায়াতকে ঝুঁকিপূর্ণ সমুদ্র পথ অতিক্রম করে তদানীন্তন পরিচিত পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম অংশের প্রাণ মিলনস্থল হাবশায় প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে দেয়া এবং এ লক্ষে একটি মজবুত প্রচার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা। হযরত নবী করীম স.-এর জীবনকালেই নৌপথে ইসলামের দাওয়াত ভারতের চেরর, কোচিন ও মাদ্রাজ উপকূল থেকে শুরু করে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, বার্মার আরাকান এবং চীনের সাংহাই প্রচারিত হওয়ার ঘটনাই হাবশায় সাহাবায়ে কেরামের প্রথম হিজরতে উপরোক্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষের যথার্থতা প্রমাণ করে।

নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ সনে হাবশায় সাহাবায়ে কেরামের দ্বিতীয় দলটি হিজরত করেন। এ দলের নেতৃত্বে ছিলেন হযরত আলী রা.-এর বড় ভাই জাফর তাইয়্যার রা. তার হাতেই নবী স. নাজ্জাশীর নামে একটি পত্র প্রেরণ করেছিলেন। এটিই সম্ভবত প্রিয় নবীজী স. কর্তৃক প্রেরিত দীনের দাওয়াত সম্বলিত পত্রাবলীর প্রথম পত্র। পত্রটির মূল পাঠ নিম্নরূপ ঃ

মূল পত্র ঃ ১

পরম করুণাময় মহান দয়ালু আল্লাহর নামে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর পক্ষ থেকে হাবশার অধিপতি নাজ্জাসীর নামে এই পত্র।

www.pathagar.com

ঃ আমি সেই আল্লাহর প্রশংসা করছি। যিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। যিনি সমস্ত সৃষ্টি জগতের একচ্ছত্র শাসক। তিনি পবিত্র। নিরাপত্তা ও শান্তি প্রদানকারী।

ঃ আমি সাক্ষ দেই যে, ঈসা আ. ইবনে মারইয়াম আল্লাহর তরফ থেকে আগত পবিত্র আত্মা ও একটি কালেমা যা সর্বপ্রকার কলুষ ও কালিমা মুক্ত মারইয়ামের উদরে স্থাপন করা হয়েছিল এবং ঈসা আ. মারইয়ামের সে পবিত্র গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

আল্লাহ পাক হযরত ঈসা আ.-কে তেমনিভাবে সৃষ্টি করেছেন যেমনিভাবে সর্বপ্রথম হযরত আদম আ.-কে সৃষ্টি করেছিলেন। আমি আপনাকে সেই একক মা'বুদের প্রতি আহ্বান করছি। যার কোনো শরীক হতে পারে না। এ সত্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করুন এবং আমার পয়গাম মেনে নিন। কেননা আমি আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত রাসূল। আপনার প্রতি শুভাকাঙ্ক্ষী হয়েই আমি আপনার নিকট আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে দিচ্ছি। আমার এ শুভেচ্ছা প্রাণোদিত উপদেশ গ্রহণ করা আপনার ইচ্ছাধীন। আমি আপনার শাসনাধীন প্রজাবৃন্দকেও একই দাওয়াত দিচ্ছি।

আমি আমার চাচাত ভাই জাফরকে অন্য কয়েকজন মুসলমান সহ আপনার নিকট প্রেরণ করলাম। এরা যখন আপনার নিকট পৌঁছবে তখন রাজকীয় অহমিকা ত্যাগ করে এদের সাথে সৌজন্য পূর্ণ ব্যবহার করুন।

যে ব্যক্তি সত্য পথ অবলম্বন করবে তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।

–মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ–তাবারী ৩য় খণ্ড

নাজ্জাশীর জবাব

সীরাতে হালাবিয়ার বর্ণনা ঃ নাজ্জাশীর দরবারে নবী স.-এর প্রেরিত পত্রটি পাঠ করে শোনানো হয়। বাদশাহ গভীর মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করেন। পত্রের প্রতিটি শব্দই যেন তাঁর মনের পর্দার এক একটি গ্রন্থি খুলে দিচ্ছিল। পাঠ শেষে নাজ্জাশী পত্রটি ভক্তি ভরে চুম্বন করেন এবং মাথায় ঠেকিয়ে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। পত্রের জবাবে নাজ্জাশী লিখেছিলেন—

"মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর প্রতি আসহামা নাজ্জাশীর পক্ষ থেকে—

ঃ হে আল্লাহর নবী! আপনার প্রতি সালাম! আপনার প্রতি আল্লাহর রহমত ও বরকতের বারিধারা বর্ষিত হোক। যে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। তিনি ইসলামের সরল পথ প্রদর্শন করেছেন। অতপর হে

www.pathagar.com

আল্লাহর নবী ! আপনার হাতে প্রেরিত পত্রখানা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আপনি হযরত ঈসা আ. সম্পর্কে যা বলেছেন আমি আসমান যমীনের পালনকর্তার শপথ করে বলতে পারি যে, হযরত ঈসা আ. এর বেশী কিছু নয়। আপনি পত্রের মাধ্যমে আমার নিকট যেসব খবর পৌঁছিয়েছেন আমি তা উত্তম রূপে অনুধাবন করছি। আপনার চাচাত ভাই এবং তাঁর সঙ্গী সাথীগণ এখন আমার বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত ও সম্মানিত।

আমি সাক্ষ দিচ্ছি আপনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত সত্য নবী। আমি ইতিপূর্বে আপনার চাচাত ভাইয়ের হাতে হাত রেখে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছি।

হে আল্লাহর নবী ! (এ পত্র সহ) আমি আমার পুত্র আরহাকে আপনার খেদমতে প্রেরণ করলাম। আপনার হুকুম হলে আমি নিজেও হাজির হতে প্রস্তুত আছি। পুনরায় আপনার প্রতি সালাম।"–আসহামা নাজ্জাশী (তাবারী ৩য় খণ্ড ; সীরাতে হালাবিয়া ৩য় খণ্ড)

রোম সম্রাটের নামে প্রেরিত পত্র

খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে আরব উপদ্বীপের দুদিকে ছিল দুটি বিরাট সাম্রাজ্য শক্তি। পূর্ব দিকে ছিল ইরান যার সীমানা আফগানিস্তান থেকে ইয়েমেন পর্যন্ত বিস্তৃত। তাছাড়া চীন সীমান্ত থেকে শুরু করে ইরাকের দজলা ফোরাতের তীরবর্তী আরব উপদ্বীপে এর পশ্চিম সীমান্ত শেষ হতো, উত্তরে কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত বর্তমান মধ্য এশিয়ার সব কয়টি অঞ্চল তখন ইরানী সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। তখন এশিয়ার সর্ববৃহৎ শক্তি ছিল ইরান। অন্যদিকে পশ্চিমে ছিল আর একটি বিরাট রোমান সাম্রাজ্যের পূর্ব অংশ। যার রাজধানী ছিল কনস্টানটিনোপল, বর্তমানে যা ইস্তাম্বুল নামে খ্যাত ।

হযরত নবী করীম স.-এর আবির্ভাবের আগ থেকেই এ দুটি শক্তির মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই থাকত। ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় ইরান প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে উঠে এবং রোম সাম্রাজ্যের সমস্ত পূর্বাঞ্চল দখল করে নেয়। ইরানী আগ্রাসন তখন এমনই প্রবল হয়ে উঠেছিল যে, রোমকদের প্রাচীন রাজধানী ইস্তাম্বুলের অস্তিত্বও বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। এ সংবাদে মক্কার পৌত্তলিকদের মধ্যে বেশ উল্লাসের সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ ইরানীরা ছিল পৌত্তলিক, অগ্নি উপাসক অপর দিকে আসমানি ধর্মের অনুসারী ও আল্লাহর নবী হযরত ঈসা আ.-এর উম্মত হওয়ার দাবীদার রোমক খৃস্টানদের পরাজয়ে মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা হতাশা ও বিষাদের সৃষ্টি হয়েছিল। এর

www.pathagar.com

পরিপ্রেক্ষিতেই পবিত্র কুরআনের সূরা রোম অবতীর্ণ হয় এবং তাতে অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই পৌত্তলিকদের পরাজয়ে এবং রোমানদের পুনঃ জয়লাভের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়। মাত্র নয় বছরের মাথায় পবিত্র কুরআনের সে ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হয়। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস অপ্রত্যাসিতভাবে কৃষ্ণসাগরের তীরে নৌ সেনা নামিয়ে দিয়ে অতিদ্রুত এশিয়া মাইনর থেকে শুরু করে জেরুজালেম পর্যন্ত সমস্ত হৃত এলাকা পুনরুদ্ধার করেন।

এ অভাবিত পূর্ব বিজয়ের পর রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস শুকরিয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে বাইতুল মোকাদ্দাস জিয়ারতে আসেন। এটি হিজরী দ্বিতীয় সনের ঘটনা। এ উপলক্ষে প্রিয় নবীজী স. রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে নিম্নোক্ত পত্রটি প্রেরণ করেন। পত্রের বাহক হযরত দেইয়া বিন খলিফা কালবী রা.। পাতলা চামড়ার নয়টি ছত্রে লিখিত পত্রের পাঠ নিম্নরূপ ঃ

মূল পত্র ঃ ২

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে—

ঃ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ স.-এর পক্ষ থেকে এ পত্র রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে লিখিত। সত্য অনুসারীগণের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক! অতপর—

ঃ আমি আপনাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। যদি শান্তি চান, তবে ইসলাম কবুল করুন। যদি আপনি ইসলাম গ্রহণ করেন, তবে আল্লাহপাক আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দান করবেন। যদি অস্বীকৃত হন তবে আপনার অধীন সমস্ত জনগণের পথভ্রষ্টতার দায়ে আপনিও দায়ী হবেন।

হে আহলে কিতাবগণ ! মতদ্বৈততা ও সংঘাতের চিন্তা ছেড়ে আসুন ! আমরা এমন একটি মধ্যবর্তী পন্থায় ঐকমত্যে উপনীত হই, যে বিষয়ে আমাদের ও আপনাদের মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। তা হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো কিছুর উপাসনা-আরাধনা করবো না। এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো শক্তিকে আমাদের পালনকর্তারূপে মান্য করব না।

যদি এ শাশ্বত সত্য গ্রহণ করতে আপনার মনে কোনো দ্বিধা থাকে, তবে শুনে রাখুন আমি এক অদ্বিতীয় উপাস্যের প্রতিই একান্তভাবে বিশ্বাস রাখি।–মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ

ইতিহাসবিদ তাবারীর বর্ণনানুযায়ী প্রিয় নবী স. পবিত্র হাতে প্রেরিত পত্র ও তার দূত দেহইয়া কালবী রা.-এর ব্যক্তিত্বে প্রভাবান্বিত হয়ে রোম

www.pathagar.com

সম্রাট হিরাক্লিয়াস ইসলাম সম্পর্কে উচ্চ ধারণা ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু প্রবল পরাক্রান্ত গীর্জা প্রভাবিত খৃষ্ট জনগণের প্রবল বিরোধিতায় রাষ্ট্রক্ষমতা হারানোর আশংকায় তিনি ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন।

পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের প্রতি লিখিত পত্র

৬২৮ খৃষ্টাব্দে নবী স. তাঁর সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ বিন হুযায়ফা সাহমী রা.-কে দূত নিযুক্ত করে পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের নিকট ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্রটি প্রেরণ করেন। হাজার হাজার বছরের পুরাতন সাম্রাজ্য পারস্যের সৌভাগ্য রবি তখন মধ্য গগনে। পূর্বদিকে আফগানিস্তান থেকে শুরু করে আরব উপদ্বীপের ইরাক, বাহরাইন, ইয়েমেন ও আম্মান পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল পারস্য সম্রাটের অধীনে ছিল। তার রাজধানী ছিল মাদায়েন। সম্রাট খসরু পারভেজ তখন নিনেভায় অবস্থান করে রোম সম্রাটের বিরুদ্ধে নতুন একটি যুদ্ধ প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। শাহী নকীব একদিন দরবারে একজন বিদেশী দূতের আগমন সংবাদ ঘোষণার সাথে সাথে নিতান্ত সাধারণ বেশ ভূষার ঋজুদেহী একজন আর দৃঢ় পদক্ষেপে দরবারে প্রবেশ করলেন, তাঁর হাতে ছিল মসৃন পাতলা চামড়ার ওপর লিখিত মহানবী স.-এর একখানা পত্র। পত্রটি নিম্নরূপ ঃ

মূল পত্র ঃ ৩

"পরম করুণাময় অসীম দয়াবান আল্লাহর নামে—

ঃ আল্লাহর নবী মুহাম্মদের পক্ষ থেকে পারস্য অধিপতি কিসরার প্রতি।

ঃ যে ব্যক্তি সত্য পথের অনুসরণ করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তার প্রতি সালাম।

আমি সাক্ষ দিচ্ছি যে, এক অদ্বিতীয় একক মহান সত্তা আল্লাহ, যার কোনো শরীক নেই ; তিনি ছাড়া অন্য কিছুই উপাসনার যোগ্য হতে পারে না। মুহাম্মদ স. সেই মহান সত্তার বান্দা ও রাসূল।

রাব্বুল আলামীন আল্লাহ আমাকে তাঁর রাসূল মনোনীত করে পাঠিয়েছেন যেন আমি ভূপৃষ্ঠের প্রতিটি জীবিত মানুষকে পরাক্রান্ত সত্তা সম্পর্কে অবহিত ও তার অসন্তুষ্টি সম্পর্কে সতর্ক করি।

ইসলাম কবুল করে নিরাপত্তা লাভ করুন। যদি অস্বীকৃত হন, তবে সমগ্র অগ্নি উপাসক জনগোষ্ঠীর পুঞ্জীভূত পাপের বোঝাও আপনাকেই বহন করতে হবে।"–মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ

www.pathagar.com

পত্রের বক্তব্য ও উপস্থাপনার ঋজুতা ও বলিষ্ঠতায় সম্রাট এবং দরবারীগণ স্তম্ভিত হলেন। তারা যেন ভাবতেই পারছিলেন না যে, এ পৃথিবীর বুকে এমন কোন্ রাজা বাদশাহ বা শক্তিমান ব্যক্তিত্ব থাকতে পারেন যিনি পরম পরাক্রান্ত কিসরাকে এমন সরল ও বলিষ্ঠ ভাষায় পত্র লেখার দুঃসাহস করতে পারেন। সম্রাট তার ক্ষোভ ধরে রাখতে পারলেন না। পত্রটি হাতে নিয়ে ছিড়ে ছুড়ে ফেললেন। দূতের ভাগ্যে উপঢৌকন জুটলো এক টুকরি মাটি। হযরত আবদুল্লাহর মাথায় মাটির টুকরিটি উঠিয়ে দিয়ে নিতান্ত অপমানের সাথে বিদায় করা হলো। দরবার থেকে বের হওয়ার প্রাক্কালে হযরত আবদুল্লাহ নিম্নোক্ত বিদায়ী ভাষণ দান করেছিলেন ঃ

পারস্য বাসীগণ ! দীর্ঘকাল যাবত তোমাদের জীবনধারা জাহিলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত রয়েছে। তোমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার কোনো নবী-রাসূল জ্ঞাত সময়সীমার মধ্যে প্রেরিত হননি। কোনো কিতাবও নাযিল হয়নি। যে সাম্রাজ্যের গর্বে তোমরা অন্ধ হয়ে রয়েছো তা আল্লাহর এ দুনিয়ার সাম্রাজ্যের নিতান্তই অংশমাত্র। এর চেয়ে অনেক বড় বড় রাষ্ট্রশক্তি পৃথিবীর বুকে ছিল এবং এখনো থাকতে পারে।

হে পরাক্রান্ত সম্রাট ! আপনার আগেও অনেক রাজা-বাদশাহ অতিক্রান্ত হয়ে গেছেন। যারা পারলৌকিক জীবনকে জীবন সাধনার পরম লক্ষ রূপে গ্রহণ করেছেন। তারা দুনিয়া থেকে স্ব-স্ব প্রাপ্য উসুল করে সাফল্যজনকভাবে বিদায় হয়েছেন। আর যারা পার্থিব জীবনকেই শুধুমাত্র জীবনের সবকিছু জ্ঞান করেছে তারা অবশ্যই পারলৌকিক জীবনের সকল প্রাপ্য বিনষ্ট করে ফেলেছে। আক্ষেপের বিষয় যে, আমি মুক্তি ও সাফল্যের যে পয়গাম নিয়ে আপনার নিকট হাযির হয়েছিলাম, আপনি সেটাকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখেছেন। অথচ সে মহাশক্তির ভয় থেকে আপনার হৃদয়-মনও একেবারে মুক্ত নয়।

স্মরণ রাখবেন, সত্যের এ আওয়াজ আপনার এ তাচ্ছিল্যের দ্বারা স্তিমিত হয়ে যাবে না।"–রওযুল আনফ ২য় খণ্ড

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুযায়ফা পারস্য সম্রাটের সামনে উপরোক্ত নির্ভীক সতর্কবাণী উচ্চারণ করে অপমানের আলামত রূপে প্রদত্ত মাটির টুকরিটি সাথে নিয়ে প্রিয় নবী স.-এর দরবারে ফিরে এলেন। দৌত্য কর্মের সমস্ত বিবরণ শোনার পর প্রিয় নবী স. মন্তব্য করেছিলেন—

১. ঔদ্ধত্য পারস্য সম্রাট কর্তৃক আমার পত্র ছিন্ন করার পরিণতিতে অতিসত্ত্বর আল্লাহ পাক তার সাম্রাজ্য ও শক্তির উৎস চিরকালের জন্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিবেন।–বুখারী

www.pathagar.com

২. ওরা তো নিজের হাতেই নিজের দেশের মাটি তোমাদের হাতে তুলে দিয়েছে। সেদিন আর বেশী দূরে নয়। যেদিন সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্য তোমাদের পদতলে চলে আসবে।–তাবারী ৩য় খণ্ড

উল্লেখ্য, এ ঘটনার পরবর্তী একযুগের মধ্যেই পারস্য সাম্রাজ্যের শেষ উত্তরাধিকারী মুসলিম মুজাহিদগণের দ্বারা তার বিশাল রাজ্যসীমার বাইরে বিতাড়িত হয়, এবং সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্য মুসলমানদের পদানত হওয়ার পর দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর রা. দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন—

"কিসরা উৎখাত হয়ে গেছে। অতপর পারস্যের বুকে নতুন কোনো কিসরার উত্থানের অবকাশ নেই।"

মিশরের শাসনকর্তা মুকাওকিসের প্রতি প্রেরিত পত্র

হযরত মুহাম্মদ স.-এর জামানায় মিসরে রোম সম্রাটের প্রশাসকরূপে নিয়োজিত ছিলেন মুকাওকিস নামীয় একজন খৃষ্টান পণ্ডিত। ইস্কান্দারিয়া তার রাজধানী। মহানবী স. হযরত হাতেব ইবনে আবি বালতাআ নামক একজন সাহাবীর মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত একখানা পত্র প্রেরণ করেছিলেন। পত্রের বক্তব্য ছিল সম্রাট হিরাক্লিয়াসের বরাবরে প্রেরিত পত্রের অনুরূপ ঃ

মূল পত্র ঃ ৪

"পরম করুণাময় অসীম দয়াবান আল্লাহর নামে—

ঃ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদ স.-এর পক্ষ থেকে মিশরের শাসক মুকাওকিসের প্রতি।

ঃ যে ব্যক্তি সত্য অনুধাবন করতঃ সরল পথ গ্রহণ করেছে তার প্রতি সালাম। অতপর আমি আপনাকে ইসলামের প্রতি আহবান জানাচ্ছি। যদি শান্তি ও নিরাপত্তা চান, তবে ইসলামের ডাকে সাড়া দিন। যদি ইসলাম গ্রহণ করেন, আল্লাহপাক আপনাকে দ্বিগুণ সওয়াব দান করবেন। যদি অস্বীকৃত হন তবে অধীন সকল প্রজার পথ ভ্রষ্টতাজনিত পাপের বোঝা আপনার ওপর আপতিত হবে।

হে আহলি কিতাবগণ ! মতবিরোধের সকল পথ পাশ কাটিয়ে আসুন ! আমরা এমন একটা বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হই, যে বিষয়ে আমাদের

www.pathagar.com

মধ্যে মতের মৌলিক কোনো তফাত নেই। তা হচ্ছে এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করবো না। তার সাথে আর কাউকে শরীক করব না। একমাত্র তিনি ছাড়া আর কাউকে স্বীয় পালনকর্তারূপে গ্রহণ করবো না। যদি উল্লেখিত বিষয়ে আপনার কোনো দ্বিমত থেকে থাকে তবে স্মরণ রাখবেন আমি এ বিশ্বাসের ওপর অটল রয়েছি।

–মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ স. যাদুল মা আদ ৩য় খণ্ড

মুকাওকিসের জবাব

মুকাওকিস প্রিয় নবী স.-এর পত্র সম্মানের সাথে গ্রহণ করার পর নিম্নোক্ত জবাব দিয়েছিলেন—

"মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর প্রতি মুকাওকিসের পক্ষ থেকে আমি আপনার পত্র পাঠ করেছি এবং যা কিছু আপনি বলতে চেয়েছেন তা অনুধাবন করেছি। আমার জানা আছে যে, এখনো একজন নবীর আবির্ভাব অবশিষ্ট রয়েছে এবং তিনি আসবেন কিন্তু আমার ধারণা ছিল যে, তিনি শাম অঞ্চলে আবির্ভূত হবেন।

আমি আপনার কাসেদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছি। উপঢৌকনস্বরূপ আপনার জন্য দুটি মেয়ে প্রেরণ করছি। এরা দুই সহোদরা এবং নিতান্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের। এ ছাড়া দুল দুল নামক একটি বাহন ও কিছু কাপড় পাঠানো হচ্ছে।"–মুকাওকিস

বাহরাইনের শাসক মুনযের বিন সাওয়ারকে লিখিত পত্র

পারস্য উপসাগরের পশ্চিম উপকূলবর্তী ছোট ছোট সবগুলো দেশই বাহরাইন নামে পরিচিত ছিল। এর সীমান্ত ছিল বর্তমান ইরাক থেকে কাতার পর্যন্ত বিস্তৃত। ফিনিশীয় সভ্যতার আমলে এ অঞ্চলটি উন্নত ছিল বলে প্রত্নতাত্ত্বিকগণের ধারণা। সাগর থেকে মুক্তা আহরণ ও বাজারজাত করার ক্ষেত্রে এ অঞ্চল খ্যাত ছিল। খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে অঞ্চলটি ছিল পারস্য সাম্রাজ্যের প্রভাবাধীন। নবী করীম স. হযরত আলী হাযরামী রা.-কে বাহরাইনের শাসক মুনযের বিন সাওয়ারের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। মুনযের হযরত আলী হাযরামীর দাওয়াতে ইসলাম কবুল করেন এবং দূতের হাতে প্রিয় নবীজীর খেদমতে নিম্নোক্ত পত্রটি লিখে পাঠান—

www.pathagar.com

ইয়া রাসূলাল্লাহ !

আপনার ফরমান আমার নিকট পৌঁছেছে। ইতোপূর্বে বাহরাইনবাসীদের উদ্দেশ্যে লেখা ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত আপনার পবিত্র পত্রখানাও আমার দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। আমি অত্যন্ত আগ্রহ ও ভক্তির সাথে ইসলাম কবুল করলাম।

বাহরাইনবাসীদের এক অংশ আপনার প্রেরিত কাসেদের আহবানে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে। অন্য এক অংশ নিজেদের পিতৃ-পিতামহের সাবেক ধর্মে অটল রয়েছে। আমার অধীন প্রজাবৃন্দের মধ্যে ইহুদী এবং অগ্নি উপাসকদেরও একটি অংশ রয়েছে। এদের সাথে কী ধরনের ব্যবহার করতে হবে, এ সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন।"

–তাবাকাতে ইবনে সাদ ৩য় খণ্ড

দূত হযরত আলী হাযরামী রা. মুনযেরের পত্র সহ মদীনায় ফিরে এসে নবী করীম স.-কে দেশের পরিস্থিতি এবং মুনযের সম্পর্কে অবহিত করেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে নবী করীম স. মুনযেরকে নিম্নোক্ত পত্রটি প্রেরণ করেন।

মূল পত্র ঃ ৫

"পরম দয়ালু ও অসীম করুণাময় আল্লাহর নামে—

ঃ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ স.-এর পক্ষ থেকে মুনযের বিন সাওয়ারের প্রতি। তোমার প্রতি সালাম।

আমি সেই আল্লাহর প্রশংসা করছি যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমি আল্লাহ তা'আলার একত্বের সাক্ষ প্রদান করি এবং এও সাক্ষ দেই যে, আমি আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল।

আমি তোমাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। যে ব্যক্তি সদুপদেশ কবুল করে সে তার নিজের উপকার করে থাকে। যে ব্যক্তি আমার প্রেরিত কাসেদের প্রতি অনুগত হয়ে তার হেদায়াতের প্রেক্ষিতে আমল করে, সে প্রকৃতপক্ষে আমারই অনুসরণ করল। যে তার উপদেশ গ্রহণ করল সে প্রকৃত প্রস্তাবে আমারই উপদেশ পালন করলো।

আমার দূত তোমার আচরণের উচ্চসিত প্রশংসা করেছে। তুমি বর্তমানে যে পদমর্যাদায় বহাল আছ আমি তোমার সে পদমর্যাদার প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করলাম। এখন তোমার কর্তব্য হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি শুভ কামনার সাথে আনুগত্য করে যাওয়া।

www.pathagar.com

বাহরাইনবাসীদের সম্পর্কিত তোমার সুপারিশ আমি মেনে নিলাম। তাদের দোষ-ত্রুটি আমি ক্ষমা করে দিচ্ছি। তুমিও তাদের সাথে ক্ষমার আচরণ করবে। বাহরাইনবাসীদের মধ্যে যারা ইহুদী বা মাজুসী ধর্মে অটল থাকতে চায় তাদের থাকতে দাও। শুধু মাত্র তাদের ওপর একটি বিশেষ কর (জিযিয়া) আরোপ করে রাখ।–মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড

পত্রগুলোর বিশ্লেষণ

উপরোল্লিখিত পত্রগুলোর প্রতি বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই যে—

১. দূরদৃষ্টি সম্পন্ন আল্লাহর রাসূল স.-এর দীন পৌঁছে দেয়ার এ অভিনব পদ্ধতি তৎকালীন সময়ের জন্যই নয় বরং কিয়ামত পর্যন্ত দা'য়ীদের নিকট মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।

২. প্রচারগত দিক থেকে পুরো কওমের ভার যার ওপর ন্যস্ত সে যদি নিজের মত ও সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে তবে তার অন্ধগামী ও অনুসারীগণের অধিকাংশ তার সাথী হবে।

৩. পত্র যদিও কওমের নেতাকে উপলক্ষ করে লেখা কিন্তু মূল লক্ষ থাকে পুরো কওমের প্রতি।

৪. পত্রগুলোর মূল বিষয়বস্তু হলো ঃ

আল্লাহর একত্ববাদ। এবং তার প্রতিই সকলকে দাওয়াত দান।

বর্তমানে দাওয়াত ও তাবলীগের পদ্ধতি

রাসূল স.-এর যুগের পন্থা ও পদ্ধতির বাইরে দাওয়াত ও তাবলীগের পদ্ধতি অবলম্বন করা ঠিক নয়—একথা সঠিক, তবে রাসূলের পন্থা ও পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে বাধা নেই। কারণ আল্লাহ নিজে বলেছেন ঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ـ

"আল্লাহর দিকে ডাক, হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে।"

ব্যক্তিগতভাবে দাওয়াত ও তাবলীগ

ব্যক্তি মানব সমাজের একজন। আপনার আশপাশে এমন অনেক লোক পাওয়া যাবে যারা আল্লাহ, রাসূল, আখেরাত ও ইসলাম সম্পর্কে বেখেয়াল।

www.pathagar.com

ব্যক্তিগতভাবেই তাদের সংশোধনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন ঃ

১. সমাজ সচেতন লোক বাছাই করা।

২. আন্তরিক সুসম্পর্ক গড়ে তোলা।

৩. সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা ও চিন্তাধারা পরিবর্তন করা।

৪. সংশোধনে সরাসরি কুরআন-হাদীস প্রয়োগ করা। ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী প্রয়োগ করা।

৫. ইসলামী জীবন দর্শন ও শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করানো।

৬. দাওয়াতী কাজে হা-সূচক পদ্ধতি অবলম্বন করা। গুণের জন্য প্রশংসা করা।

৭. প্রয়োজনীয় নিবিড় সাহচর্য দান করা ও তার জন্য সময় ব্যয় করা।

৮. পুস্তক পড়ানো ও উপহার প্রদান করা।

৯. হেদায়াতের জন্য দোয়া করা।

১০. দাওয়াত কবুল করলে সংঘবদ্ধভাবে চলার পরামর্শ দান করা।

সমষ্টিগতভাবে দাওয়াত ও তাবলীগ

দলবদ্ধতা ছাড়া কোনো কাজে চূড়ান্তভাবে সফলতা সম্ভব নয়।

দাওয়াত ও তাবলীগের ব্যাপারটাও তাই। আল্লাহ বলেন ঃ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○ ـ ال عمران : ١٠٤

"তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে। সৎকাজের নির্দেশ করবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে। যারা এরূপ করবে তারাই সফলকাম।"

–সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৪

দলবদ্ধভাবে দাওয়াত ও তাবলীগ নিম্ন পদ্ধতিতে করা যায় ঃ

১. সমাবেশ ঃ যেখানে স্বতস্ফূর্তভাবে লোক সমাগম হয় সেখানে একজন যোগ্য লোক দ্বারা দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ পরিচালনা করতে হবে। যেমন জুমআর নামাযের খতীব। দুই ঈদের নামাযে দক্ষ ইমাম। শবে বরাত ও শবে কদরে ভালো বক্তা, হজ্জের মুয়াল্লিম ও সীরাতুন্নবী স. মাহফিলে ওয়ায়েজীন ইত্যাদি।

www.pathagar.com

আবার লোকদের এক জায়গায় সমবেত করেও দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করা যায়। তবে এর জন্য শর্ত হলো দক্ষ আলোচক নিযুক্ত করতে হবে। এ ধরনের অনুষ্ঠান হলো সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়াজ মাহফিল, ইফতার মাহফিল, প্রতিযোগিতা, চা চক্র, সাপ্তাহিক, মাসিক ও বাৎসরিক সভা, দারসে কুরআন বা তাফসীরুল কুরআন মাহফিল ইত্যাদি।

২. গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত ঃ কিছু লোক একসাথে একজন আমীরের নেতৃত্বে বের হওয়া, তারপর কিছু লোককে দাওয়াত প্রদান। নির্দিষ্ট ও বাছাই করা লোকও দাওয়াতের লক্ষ হতে পারে।

৩. প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঃ সকল জনবলকে দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন রূপে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ একান্ত প্রয়োজন। এজন্য বিশেষ এলাকায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রস্থাপন করতে হবে। প্রশিক্ষণ স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী হতে পারে। নবাগত লোকদের স্বল্প মেয়াদী কোর্সের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। পর্যায়ক্রমে দীর্ঘ মেয়াদী কোর্সের মাধ্যমে যোগ্য দা'য়ী ও মুবাল্লিগ তৈরী করতে হবে।

প্রশিক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক লোক বাছাই করতে হবে। প্রতি চক্রে একই মানের লোক নির্বাচন করতে হবে। প্রশিক্ষণার্থীর মান অনুযায়ী প্রশিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। অন্যথায় হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। এছাড়া প্রশিক্ষণার্থীর নামানুসারে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী নির্ধারণ করতে হবে।

প্রকাশনা

প্রকাশনা সংস্থার মাধ্যমে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ আঞ্জাম দেয়া যায়। এর মধ্যে আছে পুস্তক লেখা ও প্রকাশ। পত্র-পত্রিকা প্রকাশ, দাওয়াতী ক্যাসেট তৈরী ও প্রচার। দাওয়াতী ফিল্ম তৈরী ও পরিবেশনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ।

অত্যাধুনিক প্রচার মাধ্যম ব্যবহার

স্বল্প সময়ে দীর্ঘ ও বহুল প্রচারে অত্যাধুনিক প্রচার মাধ্যম বিশেষ অবলম্বন। সত্য প্রচারে এ মাধ্যম ব্যবহার না করা বোকামী। এ কারণে দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য অত্যাধুনিক প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করতে হবে। রেডিও, টেলিভিশন, ইন্টারনেট, স্যাটেলাইট, সিডি, ভিসিডিসহ সমস্ত অত্যাধুনিক প্রচার মাধ্যম প্রযুক্তি ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন।

www.pathagar.com

প্রচার কেন্দ্র স্থাপন ও ব্যবহার

সহজলভ্যভাবে মানুষের নিকট দীনি দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার জন্য জনবহুল স্থানে প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। যাতে সহজে মানুষ দীনের সর্বপ্রকার জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং আমল করতে পারে।

সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা

সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা সৃষ্টি ও ব্যবহারের মাধ্যমে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করা যায়। যেমন—পাঠাগার প্রতিষ্ঠা, সমিতি, ক্লাব প্রতিষ্ঠানও ব্যবহার, মসজিদ-মাদ্রাসা তৈরী এবং তার তত্ত্বাবধান।

অমুসলিমদের প্রতি দাওয়াত দান পদ্ধতি

অমুসলিমরাও আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াতের মুখাপেক্ষী। সঠিক পদ্ধতিতে তাদের দাওয়াত দিতে পারলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেবে। দাওয়াতে সাধারণ নিম্নরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে।

১. যাকে দাওয়াত দেয়ার মনস্থ করেছেন তাকে নিবিড় সাহচার্য দিতে হবে। তার মনে এ বিশ্বাস জাগাতে হবে যে, আপনার দ্বারা উপকার ছাড়া ক্ষতি হবে না।

২. মেলামেশার সময় নিজস্ব অবস্থান ভুলা যাবে না। নিজস্ব ইসলামী সংস্কৃতি কখনো নিজের দ্বারা যেন ক্ষতিগ্রস্থ বা ধ্বংস না হয় তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

৩. সর্বদা আপনি তাকে আপ্যায়ন করাবেন। অমুসলিম যদি আপ্যায়ন করাতে চায় তবে তা গ্রহণ করবেন। অবশ্য হারাম দ্রব্য থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত রাখতে হবে। যেমন তাদের জবাই করা কোনো গোশত মুরগী অথবা খাসী এ জাতীয় যাই হোক না কেন তা গ্রহণ করা যাবে না। মদ পান করা যাবে না তবে না খাওয়ার কারণ অত্যন্ত দরদের সাথে বুঝিয়ে বলতে হবে। বলতে হবে ইসলামে হারাম অথবা আল্লাহর নামে জবাই করা হয় না তা আমাদের খাওয়া বা পান করা নিষিদ্ধ।

৪. তাদের মৌলিক সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা, সে অনুযায়ী সমাধানের আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। সমস্যা সমাধানে যেন আন্তরিকতা থাকে।

৫. বিনিময় বিহীন ঋণ দিতে হবে। ফেরত দিতে সামর্থ না হলে মাফ করে দিতে হবে। সে যেন লজ্জিত না হয় তারও ব্যবস্থা করতে হবে।

www.pathagar.com

৬. যাকাত ছাড়া অন্যান্য দানে তাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। সমস্যার ক্ষেত্রে মুসলমানের চেয়ে তাদের অগ্রাধিকার দেবে।

৭. ইসলামের তথ্য ও জ্ঞান সমৃদ্ধ পুস্তক পড়তে দেবে। পুস্তক বাছাইয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, যাতে সহজে সে ইসলাম বুঝতে পারে।

৮. দাওয়াত হবে একত্ববাদের প্রতি। যুক্তির মাধ্যমে শিরক সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, সে যেন আপনার কথার মাধ্যমে প্রথমেই যেন তার ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত না পায়।

৯. কোনো অবস্থায় মিথ্যা কথা ও মিথ্যা আশ্বাস দেয়া যাবে না। এটা দাওয়াত প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করে দেয়।

১০. দাওয়াতী প্রক্রিয়ায় কখনো তাড়াহুড়া করবে না এবং তাড়াতাড়ি ফল পেতে চাবে না। দীর্ঘ পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। এতে সময় যত বছরই লাগুক না কেন।

১১. ইসলামের বাস্তব জ্ঞান সমৃদ্ধ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাকে হাজির করতে হবে।

১২. যারা ইসলাম কবুল করবে তাদের সামগ্রিক নিরাপত্তা ও আর্থিক সমস্যা সমাধানের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সে যেন কোনো ভাবে এমন অনুভব না করে যে, ইসলাম গ্রহণ করলে অর্থকষ্টে পড়তে হয় এবং ভিক্ষা করে খেতে হয়। যাকাতের টাকা নওমুসলিমের মন জয় করার জন্য প্রদান করার হুকুম রয়েছে।

উপসংহার

পৃথিবীতে ভাল মানুষ হলেন নবীরা। নবীরা যে কাজ করতেন তা ছিল সবচেয়ে ভাল কাজ। নবীরা মিশন চূড়ান্ত করেছেন দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে। পথ ভোলা মানুষদের পথের দিশা দানের জন্য ছুটে গেছেন জন সমাবেশ স্থলে, নিকট, দূর, আপন, পর সকলের কাছে। নবীদের কাজের দায়িত্ব এখন তাঁর নিষ্ঠাবান উম্মতের ওপর। একজন মানুষকে হেদায়াতের ওপর আনার চেয়ে ভালো কাজ আর কিছুই হতে পারে না। মহানবী স. বলেন ঃ

لَاَنْ يَّهْدِىَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلاً خَيْرٌلَّكَ مِنْ خُمْرِ النَّعَمِ۔

www.pathagar.com

"তোমার চেষ্টা-সাধনায় একজন মানুষও যদি হেদায়াত লাভ করে এটা তোমার জন্য দুনিয়ার সর্বোত্তম সম্পদ অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যের বস্তু হবে।"

সমাপ্ত

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জী

১. আল কুরআনুল কারীম
২. বুখারী শরীফ
৩. রিয়াদুস সালেহীন
৪. সীরাতে ইবনে হিশাম
৫. আসহাবে রাসূলের জীবন কথা
৬. মহানবীর সীরাত কোষ
৭. মাসিক মদীনা
৮. ইসলামী আন্দোলন ঃ সাফল্যের শর্তাবলী
৯. দা'য়ী ইলাল্লাহ্ দাওয়াত ইলাল্লাহ্
১০. ফাজায়েলে আমল।

www.pathagar.com

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

- ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম
  - মুহাম্মদ কুতুব
- ইসলাম পরিচয়
  - ডঃ মোঃ হামিদুল্লাহ
- আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়
  - মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী
- কুরআনের আলোকে মু'মিনের জীবন
  - মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী
- আল কুরআনের শৈল্পিক সৌন্দর্য
  - সাইয়েদ কুতুব
- নামাযের শিক্ষা ও তাৎপর্য
  - অধ্যক্ষ মোঃ আবদুল মজিদ
- মাতাপিতা ও সন্তানের অধিকার
  - আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী
- ইসলামে মসজিদের ভূমিকা
  - এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম
- কুরআন হাদীসের আলোকে ইসলামী আকিদা
  - মুহাম্মদ বিন জামিল যাইনু
- খৃষ্টান ধর্মতত্ত্ব ও ইসলাম
  - আহমদ দীদাত
- ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ
  - মাওঃ সদরুদ্দীন ইসলাহী
- মৃত্যু যবনিকার ওপারে
  - আব্বাস আলী খান
- জাতির মৌলিক সঙ্কট
  - ড. আবদুল লতিফ মাসুম
- ইহুদী চক্রান্ত
  - আবদুল খালেক
- কুরআন ও হাদীসের আলোকে মানব সৃষ্টির ক্রমবিকাশ
  - ড. মুহাম্মদ আলী আল বার
- কুরআন ও হাদীসের আলোকে সৃষ্টি ও আবিষ্কার
  - প্রফেসর মুঃ আবদুল হক
- মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম
  - মোঃ সিরাজুল ইসলাম

www.pathagar.com